পত্রাবলী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা
১/১ শঙ্কর ঘোষের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩১৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

30. NOV. 04

উপহার

...RS BUILDINGS

ভাই হরিপদ!—

উষার আলোকে যথা অরুণ প্রকাশ,
আশৈশব মাতৃভাষা অনুরক্ত মনে
তুমিই করিলে প্রেম মুরতি বিকাশ,
তুমিই লইলে মোরে মন্দারের বনে,
তুমিই দেখালে শত রূপের বাহার,
তুমিই কহালে কথা অশরীর সনে।

অহো—

সংসারের দুঃখ দৈন্য ভুলে রহিবার
পাইনু ঔষধ কিবা এ মর-জীবনে!
আজি তুমি বাল্যসখা সংসার বিরাগী,
উদার হৃদয় লয়ে হয়েছ সন্ন্যাসী;
আমাদের প্রেমালিঙ্গন এবে [illegible]
হবে কি, জানিনা তাই মনে ভয় [illegible]

তবুও—

সে মধুর মনোভাব মনের বিকার,
শুনাতে তোমায় বড় আনন্দ আমার!

ভক্তি।

(ভিক্ষা)

বিরহিনী অশ্রুজলে ভিজাইয়া তুলি,
চিত্রিলে কি কবিবর, প্রেমের বিলাস?
উন্মাদিনী মানিনীর হৃৎপিণ্ড গুলি
তরল অনলে, কিগো, হৃদয় উচ্ছ্বাস
আঁকিলে ও চিত্রপটে অতুল ভুবনে?
কলঙ্কিনী কামিনীর উদ্ভ্রান্ত প্রাণের
উন্মত্ত ভাবের স্রোত প্রবাহিতে মনে
ধরেছিলে তীব্র দ্যুতি ক্ষিপ্ত বিদ্যুতের?
প্রত্যেক অক্ষরে শুনি মহা আর্ত্তনাদ,
হেরি প্রাণে ষড়রিপু বিগ্রহে ভীষণ—
ভৌতিক সংঘর্ষোদ্ভূত উদ্বেল নিনাদ
যেন গ্রাসি' জল স্থল পূরিছে শ্রবণ।
ভাবের প্রভাব হেরি রুদ্ধ শ্বাসে রই,
পড়িলে তোমার কাব্য দিশা হারা হই।

অতুল্য ও তুলিকার সুধৌত রঙ্গ নীরাকার
দাও যদি কণা মাত্র অধম ভিক্ষুকে,
আশাতীত মনোআশা পূরিবে তাহার
সুরঞ্জিবে শতচিত্র পরম কৌতুকে
সামান্য এ চিত্রশালা সাজাইবে সুখে।

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
১।	যশোবন্ত সিংহ—ঔরঙ্গজেবের প্রতি	... ...	১
২।	দলনী বেগম—মীরকাসেমের	„	১৫
৩।	নলকুবর—রাবণের	„	২২
৪।	প্রভাবতী—রাজসিংহের	„	২৯
৫।	দময়ন্তী—নলের	„	৪০
৬।	দ্রৌপদী—ভীমসেনের	„	৫০
৭।	সীতাদেবী—রামচন্দ্রের	„	৬০
৮।	শ্রীমতী—শ্রীমানের	„	৮৩
৯।	রাজসিংহ—ঔরঙ্গজেবের	„	৮৯
১০।	বিমলা—বীরেন্দ্র সিংহের	„	১০৬
১১।	সূর্য্য-মুখী—নগেন্দ্রনাথের	„	১১১
১২।	দশানন—সীতার	„	১১৭

পত্রাবলী।

যশোবন্ত সিংহ—

ঔরঙ্গজেবের প্রতি।

[ঔরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতায় তনয়ের নিধন প্রাপ্তি হইলে পুত্র শোকে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুকালে মারবার পতি যশোবন্ত সিংহ আফগান স্থানের সীমান্ত হইতে নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি মোগল সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

সম্রাট!
এত দিনে তব চক্রে পরাজিত হায়
যশোবন্ত! দুর্ব্বিসহ নিষ্ঠুর আঘাতে
হইয়াছে অভিভূত যোধপুরেশ্বর!
সহস্র সংগ্রামে শত কামান উদ্গীর্ণ

মারবার রাজ বীরশ্রেষ্ঠ যশোবন্ত সিংহ ঔরঙ্গজেবের অধীনস্থ হইলেও স্বীয় দুর্দমনীয় বলবীর্য্য ও সাহসিকতার নিমিত্ত সম্রাটের নিরতিশয় বিদ্বেষ ভাজন হয়েন এবং তৎ কর্ত্তৃক অনেক সময়ে অনেক বিপদে পড়িয়াও স্বীয় বিশ্বস্ত সামন্তগণের

গাঢ়তম ধূম্রজাল কাল মেঘাকার
পারেনি বারিতে যার বীর্য্য দুর্নিবার,
পরন্তপ দর্পে যার পরাণে তোমার
জ্বলিত অরাত্রি-দিবা বিষের আগুন;
নরেশ্বর!—হায়, আজি দৈব দুর্ব্বিপাকে
সে তেজ নিষ্প্রভ তার, তোমার কৌশলে।
চূর্ণ তার অহঙ্কার। অদম্য গরব
একেবারে নিষ্পেষিত করেছ চরণে।
কঠোর আচারে তব অহে নরনাথ,
ভারতের অদ্বিতীয় সেনাপতি আমি
নহি যশোবন্ত আর। বাজ রাজেশ্বর!
পূর্ণ মনস্কাম তব এতদিন পরে।
স্বার্থান্ধ হৃদয় তব জিঘাংসা অনলে
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মম ভস্ম করিয়াছে।

সহায়তায় তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি দুরাচারের যে চাতুর্য্য পাশে জড়িত হইলেন, তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি পাইলেন না।

"এক সময়ে দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া কাবুল রাজ্যে ঘোর বিপ্লব সমুত্থাপন করিল। ঔরঙ্গজেব মনে মনে এ বিপ্লবকে সাহ্লাদে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যশোবন্তের ও তদীয় পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদ্রোহ দমনার্থে মারবার সিংহকে বিপদ সঙ্কুল সেই দূর দেশে প্রেরণ করিলেন। দুরাশয় বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা নিজ অভীষ্ট সাধনে অসমর্থ হইয়া তাঁহার

এই যে দানব ক্রূর, অজগর কায়
হিমাগার হিন্দুকুশ কঠোর হইতে
সুতীক্ষ্ণ তুষার শর বরষে অজস্র,
অসাড় করিয়া দেয় জীবময় ধরা ;
মরুময় করি সুখে মধ্য ধরাতল
রয়েছে দাঁড়ায়ে অই উদ্ধত উন্নত ;
সে হ'তে নির্ম্মম তুমি ! তোমার প্রতাপে
হৃদয়ের উষ্ণ স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায় !
তুমি হে আরঙ্গজীব কাল হ'য়ে মম
বংশ তরু করেছ ছেদন ! একঘাতে
সব আশা করেছ নিপাত ! বীর্য্য, মান,
উৎসাহ, বীরত্ব, ধৃতি সমূলে নির্ম্মূল
করেছ আমার ! বিষ হীন ফণী সম
করি মোরে নিরুদ্বেগে বসেছ আসনে।
ধন্য তুমি ! ধন্য ধন্য ইন্দ্রজাল তব !

গলদেশে কল্পিত বন্ধুত্বের ফাঁস পরাইয়া সিন্ধু আটকের পরপারে মরিতে পাঠাইয়া দিল। মহারাজ যশোবন্ত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র তেজীয়ান পৃথ্বীসিংহের হস্তে স্বরাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিয়া আফগানস্থানে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর এক সময়ে ঔরঙ্গজেব পৃথ্বীসিংহকে রাজ সভায় আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—"রাঠোর ! শুনিয়াছি যে তুমি তোমার পিতার সমান বল ধরিয়া থাক, ভাল, এখন তুমি কি করিতে পার ?" পৃথ্বীসিংহ সমুচিত সম্ভ্রম সহকারে উত্তর করিলেন—"ঈশ্বর

ও মায়ায় কোন্ জন অসীম ভারতে
নহে মুগ্ধ অদ্যাপি ! নৃশংস কিরাত অহো,
পাতিয়াছে চতুর্দ্দিকে অবিশ্বাস জাল,
পড়ি তায় লক্ষ নর করে ছট ফট
নিরন্তর, উপায় কি হবেনা ইহার ?
এ বাগুরা কি ছিন্ন ভিন্ন করিবেনা কেহ ?
উন্মূলিত এ কণ্টক হবেনা কখন ?
ভারতের সর্ব্বনাশী চিতানল জ্বালা
কেহ কি নিবাবে না ? শতধা বিদারি
খল ক্রূর হৃৎপিণ্ড কেহ না ছিঁড়িবে ?
ভারত ঈশ্বর তুমি, তব ভীম দাপে
সসাগরা বসুন্ধরা কাঁপে থর থর।
অগণ্য রাজেন্দ্র বৃন্দ প্রচণ্ড প্রতাপে
নিরন্তর ভীত চিত্ত ধন মান লয়ে।
বিশাল ভূখণ্ড এই পূর্ণ রত্ন জালে
তোমার চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি।

দিল্লীশ্বরের মঙ্গল করুন ; সম্রাট ! যখন নরনাথ সামান্য প্রজার উপর আপনার আশ্রয় রূপ কর বিস্তার করেন, তখন তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হয়, কিন্তু আজি আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখন আপনি স্বকরে এ অধীনের দুই হস্ত ধারণ করিতেছেন, তখন আমার এরূপ বোধ হইতেছে যেন আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিব।” কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচণ্ড ও জীবন্ত অঙ্গভঙ্গি প্রকাশিত হইল এবং সম্রাট তখনই বলিয়া উঠিলেন "দেখিতেছি এ যুবক প্রকৃতই খুল্লান (যশোবন্ত) !" এই

সেই তুমি নৃপশ্রেষ্ঠ অক্ষৌহিণী পতি
হ'লনা সাহস তব যোধপুরাধিপে
ভেটিতে সম্মুখ রণে? খর্ব্বিতে স্বহস্তে
সিংহের বিক্রম তার? নিভাতে ফুৎকারে
যবন বিধ্বংসী এই অন্তরের জ্বালা?
হা চক্রি!
অব্যর্থ আয়ুধ তব করিলে গ্রহণ।
প্রকাশিয়া মায়ামন্ত্র, ভুলালে আমায়,
পাঠালে ভারত পারে সুদূর কাবুলে
মরিতে পাঠান সনে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে।
ভীষণ ভুজঙ্গে হেন করিতে বন্ধন
মন্ত্রোদ্ভূত পাতি ফাঁদ হ'লে পুলকিত!
সাহন্‌সা! যশোবন্ত দুর্দ্দম ক্ষত্রিয়!

বাক্যের অভ্যন্তরে যে এক কুটিল ভাব নিহিত ছিল, তাহা কেহই বুঝিল না। শঠ-শ্রেষ্ঠ সম্রাট যেন তাঁহার সাহসব্যঞ্জক সরল বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে একটী মহার্হ সজ্জা প্রদান করিলেন। সেই মহামূল্য সজ্জার সূত্রে সূত্রে যে কালকূট নিহিত ছিল, তাহা পৃথ্বীসিংহ আদৌ জানিতে পারিলেন না, সুতরাং চিরন্তন প্রথামত তিনি সম্রাটের সম্মুখেই তাহা পরিধান করিয়া উপযুক্ত বন্দনান্তর সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

"অবিলম্বে দারুণ যন্ত্রণা আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আক্রমণ করিল। সুবিমল কাঞ্চন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। যশোবন্তের হৃদয়ের আনন্দ—রাঠোর কুলের ভবিষ্যত আশা-ভরসার স্থল কুমার পৃথ্বীসিংহ পাষণ্ড আরঙ্গজেবের নৃশংসতায় অকালে ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইলেন।"

অজেয় সমরে। গেছে বংশ ধ্বংশ ক্ষম!
হ'লনা হ'লনা তব বাসনা পূরণ!
দমিলাম তবু তরে মম সম রিপু।
অহো—
দীর্ঘকায় আফগান যার ভুজবলে
তোমার চরণে আজি পড়েছে লুটায়ে;
যাহার গম্ভীর তম কামান হুঙ্কারে
কাঁপিল সহস্র অদ্রি মধ্য আসিয়ার;
রাজপুত সৈন্য যার গর্জ্জি বীর মদে
বিদারিল ব্যোমভেদী হিন্দুকুশ চূড়া,
তব জয় ধ্বনি যার রণ তূর্য্য মুখে
মুখরিত করিয়াছে সহস্র গহ্বর,
সম্রাট!
তোমার দক্ষিণ বাহু সেই বীরসিংহে,
হা ধিক! হেরিলে তুমি সভীত অন্তরে!

"যশোবন্তের বার্দ্ধক্যের যষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহার সকল আশা ভরসা শুকাইয়া গেল। অত্যাচারীর প্রচণ্ড অত্যাচার সহ্য করিয়াও যে হৃদয় এতদিন অটুট ছিল, তাহা এই পুত্র শোকরূপ নিদারুণ শেলপ্রহারে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। শোকে দুঃখে দারুণ মনোবেদনায় ভগ্ন হৃদয় রাঠোর রাজ সেই সুদূর হিন্দুকুশের ক্রোড়দেশে সম্বৎ ১৭৩৭ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারে, তাঁহার আর এমন কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।"—রাজস্থান (বরাট প্রেসের) মারবার পৃষ্ঠা ৮৪-৮৭।

বিজয় পতাকা তব মধ্য আসিয়ার
দুর্ভেদ্য শৈলেন্দ্র বক্ষে রোপিয়াছি বলে,
গগনে উড্ডীন মম ভীম বাহু ধৃত
তোমারি বিজয় চিহ্ন আতঙ্কে হেরিলে।
শত রাজপুত কণ্ঠে তব জয় নাদ
কাঁপাইল গুরু গুরু তোমারি হৃদয়!
উৎপাদিল ধিকি ধিকি বিষাগ্নি ভীষণ!
ভাবিলে অবধ্য আমি তব খড়্গাঘাতে,
দারুণ অব্যর্থ অস্ত্র করিলে গ্রহণ!
কুক্ষণে তনয় মম বংশের ভূষণ
পালিল আদেশ তব—আইল সভায়।
জিজ্ঞাসিলে পুত্রে মম 'মম তুষ্টি তরে
কি সাধিতে পার তুমি যশোবন্ত সুত।'
হায়রে কুক্ষণে পুত্র বীর কুল চূড়া
উত্তরিল—'নরনাথ! পাইলে আদেশ
এ অসি জিনিতে ক্ষম বিপুল বসুধা।'
ক্রূর হাসি বিকাশিল, আরঞ্জীব, তব
বিকট বদনে। কহিলে সভাস্থ জনে,
'দ্বিতীয় খুনান এই সিংহের তনয়।'
হায় পৃথ্বীসিংহ মম সরল হৃদয়,
সম্রাট প্রসাদ মুগ্ধ বিহ্বল বালক,
দেখিল না সে হাসিতে তীক্ষ্ণ ধার ছুরি

কোটী কোটী ধবক্ ধক্ উঠিলেক জ্বলি !
দেখিল না, দেখিলনা সে হাসিতে হায়,
জ্বলিতেছে একেবারে সৃষ্টিনাশ কারী
বজ্রানল, দাবানল বাড়বানলের
কেন্দ্রীভূত তীব্রতম জ্বালা ভয়ঙ্কর !
শিশু পুত্র তব দগ্ধ পরিচ্ছদ পরি
(পিতা নাই পরবাসে) হাসি হাসি আসি
জননীরে দেখাইলা। 'ওকি পৃথ্বীসিংহ!
সহসা উন্মত্ত কেন ঘুরাও নয়ন !
ওকি রাজদত্ত ভূষা রোষোন্মত্ত হ'য়ে
শত খণ্ডে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছ কেন ?'
জিজ্ঞাসিলা মহারাণী, উত্তরিলা পুত্র,—
'মাগো ! বুঝি নাই আগে—জানি নাই অহো,
এ ভূষণ আরঙ্গের বিষদন্ত ময় !
মাগো ! এযে সম্রাটের বিদ্বেষ রেশমে
বিরচিত ! মাগো ! মাগো ! বুঝি নাই আগে—
এ নহে ভূষণ এযে বৃশ্চিকের গুহা !
বৃশ্চিকের লক্ষপদ যেন সূতা এর
রোমে রোমে বিদ্ধিয়াছে পারিনা খুলিতে !
রে রে ক্রূর নরহন্তা ! পাই যদি প্রাণ,
কোটী খণ্ডে বিষদন্তে চিরিব তোরেরে !
হাঃ—

"কিন্তু বুঝি মনের আশা মনেই রহিল—
যায় প্রাণ যায়, মাগো! পৃথ্বীসিংহ তব
চলিল জন্মের মত ছাড়িয়া তোমায়!
পিতঃ গো! কোথায় তুমি দেও দরশন!
আরঙ্গের বিষে আজি হারাই জীবন!
প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! উঃ উঃ—"
হায়রে সর্দ্দারগণ আরঙ্গের রক্ত
আনিলি না কেন? সে বিবর্ণ দেহে
কেন রে কালের রক্ত দিলিনা ঢালিয়ে?
তাহ'লে তাহ'লে পৃথ্বী পাইত জীবন।
ওকি! সবে চেয়ে কেন বিস্মিতের মত?
সে রক্ত যে শুধু বিষ! বিষে বিষ ক্ষয়,
মম দুরদৃষ্ট হেতু এ নিগূঢ় তথ্য
ভুলেছিলে সেই কালে কাপুরুষ গণ!
বাপধন! প্রতিশোধ—এ দারুণ তৃষা
বুকে করি মরিয়াছ! অন্তিম শয়নে
চেয়েছিলে উচ্ছলিত সতৃষ্ণ নয়নে!
কিন্তু কেহ দেয় নাই মমুর্ষু হৃদয়ে
এক বিন্দু সুশীতল সান্ত্বনার কথা!
হাঁপাইয়া মহাপ্রাণী হয়েছে বাহির!
ওরে তোর শোক প্রাণে বেজেছে ভীষণ—
একেবারে চূর্ণ মম এ বৃদ্ধ হৃদয়!

যারে দংশে সেই মরে কাল-সর্প-বিষে ;
কিন্তু ওরে ফিরঙ্গের ক্রূট হলাহল
তীব্রতর, শ্বাসে তার বিষাক্ত আকাশ,
অখিল ধরার প্রাণী হয় জর জর।
বিষে তার জ্বলে তুমি হারায়েছ প্রাণ,
আমারও সে নিশ্বাসে অবসন্ন কায়।
তাই তব মনোআশা নারিনু পুরাতে
প্রক্ষালিয়া চিতা তব রক্তে ফিরঙ্গের !
কিন্তু প্রতিফল—প্রতিফল পাবে পাপী,
প্রতিশোধ প্রতিশোধ আছে অবশ্যই !
রে পাষণ্ড !
তো হ'তেই সাম্রাজ্যের হবে অবসান।
যবনের ভাগ্যচন্দ্রে তুই দুষ্ট রাহু !
ধর্ম্মবীর বাবরের পুণ্যময়ী আশা
তো হ'তেই উন্মূলিত হবে চিরতরে !
যেমন কীলক কোন প্রোথিতে দেউলে
পাষাণ পর্শিলে ক্রমে আঘাতে আঘাতে
আরও শিথিল হয়, তথায়ে দুর্ব্বৃত্ত,
বাহুবলে যে সাম্রাজ্য করিতে রক্ষণ
সদাই সচেষ্ট তুই, দেখরে দুরন্ত,
সে প্রাসাদ ভিত্তি মূলে হয়েছে শিথিল ;
তোর(ই) সাথে ভীম নাদে হইবে ভূশায়ী !

ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে মরিবি পামর!
কুকার্য্য সম্মুখে তোর আসন্ন সময়ে
বীভৎস প্রেতের মত দিবে দরশন।
মম প্রতিহিংসানল, পুত্রশোকোচ্ছ্বাস
মৃত্যু কালে নাভিশ্বাসে বহিবে রে তোর!
অবিশ্বাসী ভাব ধরা, বিশ্বাস বিহীন
প্রাণ তোর,—অনন্ত রৌরব তোর তরে
অনন্ত যন্ত্রণাময় হ'তেছে রচিত।
অবিশ্বাসী প্রাণ তোর জ্বলে এ জগতে,
মানবের শাপানল প্রেতমূর্ত্তি ধরি,
ধরিয়া অকুণ্ঠধার জ্বলন্ত কুঠার
পুনঃ পরকালে তোরে করিবে দাহন।
নাহিক নিষ্কৃতি তোর জীবনে মরণে!
অসীম হৃদয়ে মম শোকের উচ্ছ্বাস!
ক্ষীণ বাক্য, তব যোগ্য প্রাণঘাতী জ্বালা
নারে প্রকাশিতে! সর্ব্বশক্তিমান ঈশ,
এ মম গভীর দুঃখ করি পরিমাণ,
তব প্রায়শ্চিত্ত-বিধি করেন রচন!
রে বার্ত্তাবহ! কি শুনালি যশোবন্তে আজ।
ওঃ—
এ লিপি বজ্রাগ্নি পূর্ণ, কাল সমীরণ
তুই দূত; দারুণ আঘাতে যায় প্রাণ!

হা অদৃষ্ট ! এই কি হে ললাটে আমার
লিখেছিলা বিধি ? পুত্র শোকে যাবে প্রাণ ?
আরঙ্গের হত্যা মন্ত্রে বিষম কুহকে
হতবুদ্ধি যশোবন্ত প্রবাসে বসিয়া
জলিবে হা অহর্নিশি পুত্রশোকানলে !
পৃথ্বীসিংহ ! পৃথ্বীসিংহ ! জীবন কুমার !
আঁধারিয়া যোধপুরী গিয়াছ কোথায় !
পাপিষ্ঠ আরঙ্গ ক্রূর মোরে না পারিল
আমার হৃদয় মণি তব প্রাণ নিল !
পিতার হৃদয় গ্রন্থি শোক ছুরিকায়
ছিন্ন করি কোথা গেলে অহে প্রাণাধিক ?
এ আঘাত বৃদ্ধ প্রাণে কেমনে সহিব !
উঃ—
আরতো সহেনা জ্বালা প্রাণ ফেটে যায় !
কেন হে বান্ধবগণ দিতেছ সান্ত্বনা ?
অগ্নিময় মরু এই শোকতপ্ত হিয়া,
বৃষ্টি বিন্দু তোমাদের সান্ত্বনার স্বর
পারে না তিষ্ঠিতে সেথা—ঝরিতে ঝরিতে
শুকায় পলকে, শেষে উষ্ণ বাষ্প ছুটে
মরুময়, দেহ মন ছাড়ে উষ্ণ শ্বাস !
সান্ত্বনায় স্থির নয় পুত্রশোকোচ্ছ্বাস !
কোথায় জনম ভূমি ! পুত্র বুকে করি

তুমিও কি মোর মত ছাড়িছ নিশ্বাস ?
হাঃ—
পৃথ্বীসিংহ! প্রাণ পুত্র! তোমায় হেরিতে
সুদূর প্রবাসে আজি মধ্য আসিয়ায়
আকুলিত প্রাণ মোর ক্ষিপ্ত যন্ত্রণায়
এ জীর্ণ পঞ্জর ভাঙ্গি হতেছে বাহির।
মধ্য আসিয়ার অহে গর্ব্বিত সম্রাট—
হিন্দুকুশ! এসেছি হে তোমার চরণে!
ভারতের যশোবন্ত মারবার রাজ
তোমার আশ্রয়ে আজি বাঁধিছে সংসার!
আরঙ্গের ছলনার বিশাল সাম্রাজ্য
বড়ই কঠোর—তোমার জ্বলন্ত শৈত্য
তার কাছে স্বর্গ রাজ্য; তাই নগরাজ,
তব রাজ্যে এসেছি হে ত্যজিতে জীবন!
ধর মূর্ত্তি সর্ব্বধ্বংসী! জগতের যত
তুষার সমুদ্র রাশি করহ একত্র!
কর কর বিঘূর্ণিত শীতের তরঙ্গ!
তুষারোর্ম্মি ভেদি উঠ প্রলয়ের বাত!
প্রচণ্ড জ্বলন্ত শৈত্য তীক্ষ্ণ ধার ইষু
কাঁপাইয়া চরাচর হান চতুর্দ্দিকে!
সুধাংশু, বিকীর্ণ কর সুতীক্ষ্ণ কিরণ!
কাঁপ সূর্য্য তীক্ষ্ণ শীতে, কাঁপ কোটি তারা।

কাঁপ ক্রম, তুঙ্গ শৃঙ্গ, চউদ্দ ভুবন!
কাঁপ মম অন্তরের অপত্যের স্নেহ!
এস এস হিমময় জালাময় স্রোত,
গূঢ়তম অন্তরের রুদ্ধ কর ত্বরা
জীবধাত্রী স্রোত; আসাঢ় করিয়া দাও
নিদারুণ পুত্র শোকে দগ্ধ মম প্রাণ!
থাক্ পড়ে তব পদে অহে হিন্দুকুশ
আরঙ্গের বিষদন্তে বিবর্ণ শ্রীহীন
যোধ পুরেশ্বর!
কিন্তু হয়োনা নিশ্চিন্ত
তুমি ভারত ঈশ্বর! আফগান জয়ী—
এই ক্ষুব্ধ হৃদয়ের শুষ্ক অস্থিগুলা
তীক্ষ্ণ শেল সম তব ভেদিবে হৃদয়
অহর্নিশি! নিরুদ্বিগ্ন থেকোনা সম্রাট!
এখন (ও) সহস্র শত্রু তব রক্ত পিতে
রুধির লোলুপ নেত্রে নেহারে তোমায়!

দলনী বেগম—

নবাব মীরকাসেমের প্রতি।

[বঙ্গেশ্বর মীরকাসেমের বেগম পতিপ্রাণা দলনী ইংরাজ সমরে স্বীয় স্বামির বিপদাশঙ্কা করিয়া একদা রজনীযোগে সহচরী সঙ্গে নবাবের অজ্ঞাতসারে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া সেনাপতি গুরগন খাঁর সমীপে উপস্থিত হয়েন এবং যাহাতে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদি না হয়, এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে তাঁহাকে নিরতিশয় অনুরোধ করেন। গুরগণ খাঁ দলনীর এ প্রকার অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বেগমের অবমাননা করায় তাঁহাকে আপনার নিতান্ত অহিতাকাঙ্ক্ষী জানিয়া কৌশলে তাঁহার অন্তঃপুরে পুন প্রবেশের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনন্তর গুরগণ খাঁ নবাব কর্ত্তৃক বেগমের অন্বেষণার্থ আদিষ্ট হইলে, সে আপনাকে নিষ্পাপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নবাব সমীপে দলনীর মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। মীরকাসেম বেগমকে বিষ খাইয়া মরিতে বলিলেন। দলনী মৃত্যুর পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি স্বামী সমীপে প্রেরণ করিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণেশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিয়া স্বর্গারূঢ়া হইলেন।]

জ্বালাময় হলাহল লয়ে বাম করে
দক্ষকরে অশ্রুনীরে লিখিলাম লিপি।
প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম! প্রাণাধিক প্রভু!
তোমারি আদেশে এই বিধির নিয়োগ
পালিছে দলনী দাসী অবিকৃত চিতে!

এ নিথন শোকভারে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার সম্মুখে যবে খুলিবে হৃদয়—
তখন স্নেহের আঁখি উন্মীলি, প্রাণেশ !
হেরিবে দলনী নাই এ মর্ত্ত্য উপরে,—
ত্রিভুবনে চিহ্ন তার কোথাও পাবে না !
ও জীবনের জীবন ! জগতের আলো !
যে মুখে আদর বিন্দু পাইয়া এ দাসী
গলিত অমৃত হ্রদে, সেই শ্রীমুখের
মধুবাণী বাসি ভাল বিপদে সম্পদে,
সোহাগে অথবা রোষে বিরক্তি আমোদে।
বলেছ দাসীরে দেব, খাইবারে বিষ,
তাও মিষ্ট মধুসিক্ত চিরানন্দপ্রদ।
ও বদন সুপবিত্র, ও বদন হ'তে
প্রিয় বাক্য বিনা কভু শুনেনা দলনী।
ও বদন সুধাখনি সুধাংশু মণ্ডল,
ও মুখে অমিয় বই ক্ষরে কি গরল ?
তোমার আদেশে বিষ তুলেছি বদনে,
দেখিলে না, এই দুঃখ,—এ দৃশ্য সুখের !
এস নাথ ! দলনীরে আপন নয়নে
দেখে যাও মাথা খাও ! অন্তিম শয়নে
হাসি মুখে চেয়ে চেয়ে ও বদন পানে,
নিরখি' নিরখি' সুখে হৃদয় মণিরে,

মুদেব নয়নদ্বয়! তবে—তা হ'লে কি
আর তোমা পাবনা দেখিতে? শুন ওগো
দলনীর নাথ! দলনীর আঁখি আলো
আঁধারে ডুবিয়া যাবে? অসীম অকূল
অনন্ত অনন্ত কাল তিমিরে রহিব?
তোমার ও প্রেম ছবি আর না দেখিব?
উঃ—গরলের দাহ হ'তে লক্ষগুণে হায়
তীব্রতর এ যাতনা! বল প্রভু বল
কেমনে এড়াব হেন বিরহ অনল?
ঘৃণা ক'রো ছুঁয়োনাক কথাটী কয়োনা—
কিন্তু—
থাকিবা নরকে স্বর্গে, পৃথিবী গগনে
অনলে সলিলে কিম্বা অমৃতে গরলে,—
ঈশ্বরের প্রতিনিধি! দয়ার সাগর!
তব ছবি হেরি যেন এ করুণা ক'রো!
তোমার রোষাগ্নিময় রৌরব আমায়
পারিবে না জ্বালাইতে—অসীমের মাঝে
তোমার ও চারু ছবি হেরি রব স্থির!
উত্তপ্ত গরুর বক্ষ কৃষাণু সমান
তাও গো শীতল হয় সুধাংশু সুধায়;
তব অবিশ্বাসে হায় শত গুণ তার
অনল অনলময় হৃদয় আমার

জুড়াবে, হেরিলে তোমা, প্রিয় দরশন!—
চন্দ্র হ'তে লক্ষগুণে শীতল কোমল!
মরণে নাহিক ডর, হলাহলে প্রভু
যন্ত্রণার লেশ নাই; কিন্তু প্রিয়তম?
দলনীর একমাত্র দেবতা মহান্!
দাসীরে করেছ কালি পাতকিনী বলে;
ভেবেছ অবিশ্বাসিনী দলনী তোমার—
এই দুঃখ নিদারুণ বেজেছে হৃদয়ে!
এই দুঃখ বাসুকির কালকূট চেয়ে,
দহিছে অন্তর মোর! এই তীব্র তাপে,
গরল অনল জ্বালা হয়েছে নিস্তেজ,
পিপীড়ার দংশ যেন গোক্ষুরের কাছে!
এ সন্তাপে প্রাণেশ্বর, শশাঙ্ক জ্যোৎস্না
হেরি যেন ধূম্রময়! সবিতার দ্যুতি
মসীময় নেত্রে মোর হয় প্রতিভাত!
নির্ম্মল তুষার স্তূপ প্রাংশুর পাহাড়
হইয়াছে হায় নাথ, মানসে আমার!
মনে হয়—কুসুমিত সুরভি উদ্যান,
গলিত দুর্গন্ধময় শবের আবাস—
সমাচ্ছন্ন হাড়মালে বিকট কপালে!
মলয়ের মৃদু বাতে ভুজঙ্গের শ্বাস!
পাই নাথ, দহে অঙ্গ বিষাগ্নি উচ্ছ্বাসে

সকলি বিকৃত হায় দলনীর কাছে!
যখনি ভাবি হে নাথ, বিশ্বাসে তোমার
হইয়াছে জন্ম তরে বঞ্চিত অভাগী;
তখনি যে কি যাতনা দহে অঙ্গ মোর,
কি যন্ত্রনা অস্থি মজ্জা শিরা স্নায়ু ভেদি
হয় প্রবহিত বেগে, মর্ত্তের লেখনী
অক্ষম বর্ণিতে তাহা। যে শিখা তরঙ্গ
অন্তরে খেলিছে মম, লিখিব অক্ষরে
খেলেনা খেলেনা নাথ, নাহি সে উপায়!
জলদের অন্তর্দাহে জলন্ত বজ্রাগ্নি
যত দূর চলে যায় জ্বালায় সকল,
তার চেয়ে কোটী গুণ প্রচণ্ড দারুণ
এ যন্ত্রণা পত্রে যদি হইত বাহিত,—
তা হ'লে বুঝিবা বিশ্ব উত্তাপে তাহার
নিমিষে হইত ভস্ম, আবেগে তাহার
লণ্ড ভণ্ড একাকার হইত ব্রহ্মাণ্ড,
ভয়ঙ্কর হাহাকারে বুঝিবা তাহার
বিষাণের ঘোর রব যাইত ডুবিয়া,
প্রলয়ের মহারোল উঠিত ভাসিয়া;
তাই এ মানব সৃষ্টি ধাতার ইচ্ছায়,
রহেছে অপূর্ণ, হায়, কল্পান্ত অবধি!
রহিবে অপূর্ণ বুঝি সৃষ্টির কল্যাণে!

প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম! দলনীর নাথ!
এক দুয়ে লিপি শেষ হইল আমার!—
এই খাইলাম বিষ—আদেশ তোমার
পালিল দলনী দাসী তব আজ্ঞাধীনা!
আছিনু জীবিতমানে সোহাগে আদরে,—
অন্তিমে চলিনু তব বিরক্তির বিষ
আকণ্ঠ পিয়িয়া! বুঝি আত্মারেও মম
ভ্রূকুটি বিক্ষুব্ধ তব বহ্নিময় পথে
যাইতে হইবে এবে—দয়াময় প্রভু!
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আদেশ তোমার,—
হউক সে সন্তোষের কিম্বা যন্ত্রণার!
নতুবা গো উত্তরের অপেক্ষায় তব
রাখিতাম প্রাণ মম; কিন্তু আজ্ঞা তব
অলঙ্ঘ্য অজেয়, তাই অবিকৃত চিত্তে
পিয়িনু গরল রাশি। দেখ দেখ প্রিয়,
অবশ হইল বাহু, ঢলে পড়ে দেহ,
শিথিল আঙ্গুল কুল নেত্রে তম ভাসে,
আর তো সরেনা দেব লেখনী আমার!
তুমিই ঈশ্বর মম! তুমি দণ্ড দাতা!
ইষ্ট দেব সুধা নাম করি শেষ বার—
কাসেম—কাসেম আলি—কাসেম আমার!!
এ লিপির উপরোধে অপরাধ ক্ষীনা।

হই যদি প্রতিপন্ন তব কাছে দেব,
অবলায় দয়া ক'রো দয়ার সাগর?
ক্ষমা ক'রো—পরকালে ডাকিও ইঙ্গিতে,
চরণে পড়িয়া রবে এ দুঃখিনী দাসী।

নলকুবর

রাবণের প্রতি।

[ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের অমরাবতী বিজয়ার্থে লঙ্কাপুরী হইতে যাত্রা করিয়া রাক্ষসপতি রাবণ কৈলাস পর্ব্বতোপরি একদা নিশা সমাগমে শিবির সংস্থাপন করিলেন। সেই রজনীতে ধনেশ্বর কুবের তনয় নলকুবরার্থে অভিসারিকা রম্ভাবতী নাম্নী অপ্সরী সেই কৈলাস পথ অতিবাহিত করিতেছিলেন। হেনকালে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিগৃহীত হইয়া তিনি অচিরে নলকুবরের নিকট আগমন করিয়া দুরাচারের অত্যাচার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে কুবের আত্মজের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে দমন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি অভিশাপানলে পূর্ণ করিয়া দশানন সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন]

দশগ্রীব! এই কি হে আচার তোমার ;
ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বশ্রবা তাঁহার আত্মজ
হেন কদাচার লিপ্ত ? দুরন্ত কালিমা—
আগ্রহে ললাটদেশে করিল অঙ্কিত ?
হেন ঘৃণ্য হেয় কার্য্যে আসক্তি তার ।
অনন্ত রত্নের খনি যেই মহোদধি
উৎপাদিল ধনেশ্বরে ফুল্ল সুধাকর,
সেকি এই উগারিল বিশ্বের যাতনা
রাবণ গরল কুম্ভ! হায় নাহি কেহ
এ বিষের সংহারক ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ?
কোথা শিব শিবময়, এস আরবার—
কোটী গুণে তীব্রতর এই হলাহল

করি গ্রাস রাথ রাথ বিশ্ববাসী জনে।
কর কর নিবারণ ধর্ম্মের প্রলয়!
অহো কি দুর্দ্দৈব ঘোর!—এক বীজোদ্ভূত
বিভিন্ন ভূখণ্ডে জাত মহীরুহ মত
প্রসবিল দুইজন মিষ্ট কটু ফল।
মুনি পত্নী গর্ব্ভোদ্ভূত ধার্ম্মিক ধীমান
যক্ষাধিপ তপোলব্ধ ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার
বিতরেণ ধরণীর বরাঙ্গ সজ্জায়;
রাক্ষসী কুমার ক্রূর বর লব্ধ বীর্য্যে
বহ্নিতাপে শোষে নিত্য জগতের শৈত্য!
দেব দৈত্য দর্পহারী রক্ষেন্দ্র রাবণ—
তাই এত অহঙ্কার? এত দম্ভ তেজঃ?
রমণীর ধর্ম্ম হরি আনন্দে উন্মত্ত?
মুণ্ড কাটি করি তপ অযুত বৎসর
রে দুর্ব্বৃত্ত রক্ষাধম হরি ভ্রাতৃ জায়া—
তুণ্ডে তোর মহাবাজ কলঙ্ক কঠোর
নিক্ষেপিলি ভীম বেগে? দীপ্ত অগ্নি কুণ্ডে
হৃদয়ের রক্ত মাংস আহুতি প্রদানি
এবে ভয়ঙ্কর সেই পুরিতে গহ্বর
নিখিলের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িতে উদ্যত?
উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে করিলে তপস্যা,
তাই কি কর্ব্বুর শ্রেষ্ঠ, আজ স্বপ্ন বাস

ছিঁড়ি রমণীর মুক্ত কোটী নেত্রে তার
পদ্মিশির: পৃথ্বীতলে প্রোথিতে বাসনা?
হেরে রে অধর্ম্মাসুর, তোর অত্যাচারে
লুকায়িত নীলাম্বরে স্বর্গের কুলাঙ্গনা,
বিকাশি অনন্ত কোটী নক্ষত্র নয়ন
বরষে শাপাগ্নি কণা তোর মুণ্ডে অই,
জ্বালায় জ্বলিয়া তোর জ্বালামুখী গিরি
জ্বালাময় মর্ম্মোচ্ছ্বাস করিছে উদ্গার!
দেখ্ দুষ্ট দুরাচার তোর অনাচারে
প্রজ্বলিত দাবানল অটবী হৃদয়ে!
সমুদ্র ধরেছে বুকে বাড়ব অনল!
আকাশ প্রাণের দাহ না পারি রোধিতে
দারুণ দম্ভোলি ধ্বানে ছাড়িছে হুঙ্কার!
ভাবনা তমোন্ধ কাল মেঘ মুখ ছায়ে,
স্থাবর জঙ্গম ধরে কালিমা বরণ!
পাপাশয়! তোর এই জঘন্য আচারে
নিদারুণ বহ্নি জ্বালা দহিছে হৃদয়!
তপ্ত মরমের সেই উষ্ণতম শ্বাসে
ঝলসিত ভবিষ্যত রে দুর্জ্জন তোর!
যে মনোজ তাপে দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত অসুর
এ প্রাণে জ্বালায়েছিস্ অশান্তির শিখা,
ওরে সে বিষাক্ত বহ্নি শমী বৃক্ষ সম

তোর(ই) হৃদে জ্বলি তোরে করিবে অঙ্গার।
তিল তিল করি সেই বিশ্বগ্রাসী শিখা
ভয়ঙ্কর দুর্নিবার হবে তেজস্কর,—
বিপুল সাম্রাজ্য তোর গ্রাসিবে নিশ্চয়।
পুত্র পৌত্র সহোদর সুহৃদ বান্ধব
দিন দিন দগ্ধ হবে সে দারুণ তাপে।
তিল তিল করি তোর পাশব হৃদয়
জ্বলিবে জ্বলিবে ক্রমে হইবি ভীষণ
চুল্লীচ্যুত অর্দ্ধ দগ্ধ প্রেতের মতন।
অনুতাপে রক্ত রাশি হৃদয় কটাহে
ফুটিবে অরাত্রি-দিবা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে!
রৌরবের কুণ্ডে সিদ্ধ পাপ আত্মা মত
চিরকাল চীৎকারিবি পরিত্রাহি ডাকে।
দশানন! দর্প তেজঃ কর্ পরিহার।
ভাবিস্ না বিধি বরে রক্ষকুল গ্লানি
অজর অমর তুই। অরেরে পাষণ্ড,
সে দুর্জ্জয় অভিমান, ঘোর আত্মম্ভরি
ভ্রান্তির অতল তলে কর্ নিমগন!
ভাবিস্না অক্ষুণ্ণ ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি লক্ষীর ভাণ্ডার
অক্ষয় অনন্ত কাল রহিবে পূর্ণিত!
এ দুরাশা হৃদি হ'তে কর্ বিসর্জ্জন!

ভাবিস্‌না ব্রহ্মশাপ ক্রোধের প্রলাপ—
অক্ষম ভেদিতে অই কঠিন হৃদয়!
এ দর্প এখনি তুই কর্ পরিহার!
অঞ্জলি পূরিয়া এই লইলাম বারি
—নানা এযে মর্ম্মোত্থ বিষাক্ত আসার—
রে রে পশু—বধ্য ছাগ! যূপ কাষ্ঠ মাঝে
দেরে বাড়াইয়া কণ্ঠ! দেখ্ ঊর্দ্ধে তোর
ঝকিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ খাণ্ডা খরশাণ!
হেররে—
এ ঘোর শাপাগ্নি শিখা বিশ্ব বিনাশক।
রুদ্রের প্রলয় শূল নহে ভয়ঙ্কর
এত! যে চক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে অব্যর্থ সে
সুদর্শন নহে এত উগ্র পরন্তপ।
শোন্‌রে রাক্ষস কদাচারি! ব্রহ্মবাক্যে
ফিরাব ফিরাব তোর অদৃষ্টের গতি
চিরানন্দ প্রদ!, এবে মদে মত্ত তুই—
বুঝিবি না জগতের ভীষণ যন্ত্রণা,
বুঝিবি না এ প্রাণের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস!
যবে ঐ শাপাগ্নি বাণ কোটী বজ্রতেজে
পড়িবে লঙ্কায় তোর—নিমেষে যেমনি
ধূ ধূ করে চতুর্দ্দিকে জ্বলিবে আগুণ,
প্রাকার দেউল কোটী অট্টালিকা চূড়

উড়াবে স্ফুলিঙ্গ রাশি অম্বর আবরি
তবে—
বুঝিবি বুঝিবি এই শাপাগ্নির তাপ !
শুকাবে সরসী কুঞ্জ ঝরিবে কুসুম,
ফুরাবে আনন্দ রোল নর্ত্তকীর গান,
অন্ধকারে নাট্যশালা রহিবে নীরব,
ভূতের ভয়াল ছায়া ফিরিবে ভিতরে,
বাজিবে হাড়ের গ্রন্থি ভীষণ ঝঙ্কারে—
তবে—
বুঝিবি বুঝিবি এই শাপাগ্নির তাপ !
যবে—
বিষাদান্ধ শূন্য গৃহে বিধবার কণ্ঠে
মেঘমন্দ্রে হাহাকার মুহুর্মুহু উঠি
কাঁপাইবে গুরু গুরু পাষাণ হৃদয়,
তবে—
বুঝিবি বুঝিবি মম শাপাগ্নির তাপ !
সিন্ধু তটে কোটী কোটী ছিন্ন মুণ্ড পড়ি
প্রেতমুখে অট্টহাসি দন্ত কিটিমিটি
কবে বার্ত্তা—কর্ব্বুর কুলের অবসান,
তবে—
বুঝিবি বুঝিবি মম শাপাগ্নির তাপ !
লক্ষ পুত্র পৌত্র হিয়া করিয়া বিদার

হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি ছিঁড়ি শকুনি গৃধিনী
আনন্দ উৎকট রোগে নিভাবে ক্ষুধাগ্নি,
যবে—
ভ্রুকুটি কুটিল তোর ঘোরক্ত নয়নে,
সে দৃশ্য বিঁধিবে তীক্ষ্ণ শেলের মতন,
(তবে) বুঝিবি বুঝিবি মম শাপাগ্নির তাপ
এবে—
রহ তুষ্ট সৌভাগ্যের উচ্চ সিংহাসনে,
হের কিছুদিন সুখে হীরাচূড়া শিরঃ
ফুল্ল কুঞ্জময় চারু স্বর্ণলঙ্কা তোর—
আসিবে আসিবে হেন সেই একদিন
হেরিবি হেরিবি যবে পাপ অগ্নি কুণ্ডে
পুড়িছে কনক লঙ্কা লৌহ পিণ্ড মত ;
চারি ধারে শতধারে দ্রব ধাতু যেন
কোটী রাক্ষসের রক্ত বহিছে সবেগে।
ওরেরে বিষাক্ত ক্রূর নরকের কীট,
আর যদি নির্য্যাতন কোনও সতীরে
করিস্ দুর্ম্মতি, ব্যর্থ হ'বে বিধি বাক্য
শত খণ্ডে মুণ্ড তোর বিদীর্ণ হইবে।
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়গণ হইবে বিকল।
অকস্মাৎ কাল অগ্নি ব্যাপিবে শরীর।
মুহূর্ত্তে ভস্মের স্তূপে হবি পরিণত।

প্রভাবতী।

রাণা রাজসিংহের প্রতি।

মারবারের রাঠোর কুল অনেক গুলি নূতন ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটী ভাগের কতিপয় রাজকুমার আপনাদের প্রাচীন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রূপ নগর নামক স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রূপ নগর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহারা তথায় মোগলের অধীনে সামন্তরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আরঙ্গজীবের মস্তকে ভারতের রাজমুকুট অর্পিত হয়, সেই সময়ে রূপ নগরের সামন্ত রাজের ভবনে প্রভাবতী নাম্নী একটী রূপ লাবণ্যবতী বালিকা দিন দিন অনুপম শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপুষ্টা হইতেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই পরম সুন্দরী প্রভাবতীর নিরুপম রূপ লাবণ্য বৃত্তান্ত ক্রূর হৃদয় আরঙ্গ জীবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বিষম রূপ-তৃষ্ণার উদয় হওয়াতে তিনি সেই রমণী-রত্নকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার অসীম পদ গৌরবে বিমূঢ় হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তা-বের সহিত দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সৈনিক রূপ নগরে প্রেরণ করিলেন। ভয়ে সামন্ত রাজের প্রাণ উড়িয়া গেল। ক্রমে এতৎ সমাচার প্রভাবতীর কর্ণ-গোচর হইল। পিতাকে নিতান্ত বিমূঢ় ও কর্ত্তব্য অবধারণে সম্যক্ অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অবশেষে নিজের উদ্ধারের নিমিত্ত স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু কে তাঁহার এই বিষম বিপদে সহায় হইবে? মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবার মত পুরুষ এ জগতে কে আছে? এমন সময়ে আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল, "হতাশ হইওনা, হতাশ হইওনা," তোমার উদ্ধারকর্ত্তা হিন্দু-সূর্য্য প্রতাপ সিংহের বংশধর মিবারের মহারাণা রাজসিংহ?" প্রভাবতীর ব্যাকুল হৃদয় সেই মুহূর্ত্তেই আশ্বস্ত

হইল এবং তাঁহাকেই আপনার উদ্ধারকর্ত্তা স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি আপনাদের পুরোহিতের হস্তে মিবারেশ্বর সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। "রাজস্থান মিবার পৃঃ-৩৭৪-৭৬।

কিরাত কর্ষিত উত্ত শিঞ্জিনী স্বননে
হের বন কুরঙ্গিণী কাঁপিছে আতঙ্কে;
নৃমণি, তারহ তারে, নহে অসহায়া
জীবন ত্যজিবে আজি পড়িয়া বিপাকে
বুঝিবা পশ্চিমে হায় ধর্ম্ম প্রভাকর
ধীরে ধীরে অস্ত যায় ভারত অম্বরে,
পূরবে অদূরে অই অমানিশাগম
কলিরাজ পরাক্রম হইছে উদয়,
ঘোর কৃষ্ণ ঘন ছায়া ব্যাপিছে ভারত।
তা না হ'লে কেন বল—হা ধিক জীবনে
যবন উদ্যত আজি মত্ত অহঙ্কারে
হরিতে হিন্দুর সুতা? দুষ্ট গতি রাহু
গ্রাসিতে সুধাংশু কেন করিবে আয়াস?
কি লাজ! কি লাজ! ম্লেচ্ছরাজ আরঞ্জীব
বিবাহে বন্দিনী করি লয়ে যাবে মোরে!
অবল-আতঙ্ক সেনা নিশান্তে উদিবে,
প্রতাপে কাঁপায়ে মরু, যাইবে লইয়া
সহায় সম্বল হীন জনকেরে ঠেলি
অসহায় দুহিতায়—হায়, অসমর্থ

রোধিতে প্রবল বল দুর্ব্বল বাহুতে !
ক্ষত্ররাজ ! সূর্য্যবংশ অবতংস প্রভু !
যবনের অঙ্কশোভী হ'বে ক্ষত্রিয়াণী !
এই কি গো অভাগীর ললাট লিখন ?
ভারত গৌরব তুমি রাজপুতানায়
লভি জন্ম, হা অদৃষ্ট, পাপ কলঙ্কিত
ম্লেচ্ছ প্রেম কারাগারে বন্দিনী হইব ?
যে করে চন্দন পুষ্প করিয়া প্রদান
পূজিনু পর্ব্বত সুতা—পার্ব্বতী নাথেরে,
হা ধিক, হা ধিক, দীর্ণ হওরে রসনা !
যবন সে কর আজি করিবে মর্দ্দন ?
রে চিন্তা, হৃদয়ে তোরে পারিনা রাখিতে ;
অবলার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢালিছিস্ বিষ !
জানি অসি আরঙ্গীব্ রাজ-রাজেশ্বর ;
আসিন্ধু হিমাদ্রি ব্যাপী বিশাল ভারত
প্রশস্ত হৃদয় তারে করেছে প্রদান ?
রাজন !—
নহে কি প্রশস্ততর পবিত্র হৃদয় ?
অনন্ত বিস্তৃতি তার, ত্রিকাল ব্যাপিয়া
আছে বিদ্যমান সেই, কেমনে গো তারে
সসীম সাম্রাজ্য মত করিব প্রদান ?
জানি তার শুভ্র তাজ অতুল জগতে

তুলিয়াছে মোগলের মহিমা নিশান ;
নহে কি সতীত্ব কেতু তা হ'তে উজ্জল ?
ঊর্দ্ধতম অম্বরের উপরে উড্ডীন।
তবে—
কেমনে সে ম্লেচ্ছ প্রেমে হইয়া গর্ব্বিত,
দাঁড়াইবে দশদিক উদ্ভাসিত করি !
শুনিয়াছি মণিময় শিখি পুচ্ছাসন
অনন্ত রত্নের খনি নয়ন-রঞ্জন !
তাহে সমাসীন সেই রাজরাজেশ্বর
সুমোহন শিখিধ্বজ যেন শক্তি ধর।
নহে কি সধর্ম্ম রাজা তা হ'তে অধিক ?
অমূল অতুল রত্ন ত্রিলোক মোহন,
নির্ম্মল মর্ম্মর শুভ্র সতীত্ব আসন,
তাহে উপবিষ্ট নারী জ্বলে অগ্নি তেজে—
হোম কুণ্ডে জ্বলে যথা দীপ্ত বৈশ্বানর !
কি ছার তাহার কাছে শিখি সিংহাসন ?
জানে না সে ধনমত্ত দর্পান্ধ সম্রাট,
স্পর্শে তার ভস্ম হ'বে পার্থিব আসন।
জানি সে সাহান্ সাহে—স্বয়ং ধনেশ্বর
আপন ভাণ্ডার তারে করেছেন দান,
চন্দ্র সূর্য্য সম কান্তি অসংখ্য মাণিকে
পূর্ণ করি রেখেছেন দিল্লী রাজধানী ;

ধরায় অমরা সম শোভে সে নগরী;—
কিন্তু এই পূত দেহ অমরা অধিক
শোভে নিত্য জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠ সমান!
সাধ্বীর অন্তর গত অনন্ত গরিমা,
জিনি শত সূর্য্য প্রভা অতুল কৌস্তভে
আলোকিত এই পুরী? হীন সে ধনেশ,
তাই সে খুঁজিছে ধনে ম্লেচ্ছ নরেশ্বরে,
কিন্তু, এযে কমলার মাধুরী বিম্বিত
অমল ধবল শুভ্র সাধ্বীর শরীর!
ইহারে প্রদানি দৈত্যে কেমনে তুষিব?
যাদের বীরত্ব খ্যাতি হিমাদ্রি হইতে
সিন্ধু তীরে উর্ম্মি সঙ্গে হ'তেছে ধ্বনিত
তারাও সে সম্রাটের অঙ্গুলি চালনে
হয় বহট কণ্টকিত,—কিন্তু এ অবলা
ক্ষুদ্র নিরাশ্রয়া, আলমগীর পাতসাহে
তৃণাদপি তুচ্ছ ভাবি, বীর্য্যবল তার
শিশুর সামর্থ্য সম করে উপহাস।
হউক সে ম্লেচ্ছরাজ ধরার ঈশ্বর,
থাকুক হিন্দুর সুতা সেবিকা তাহার,
তথাপি সে বলোন্মত্ত দুর্ব্বৃত্ত অসুর
পারিবে না পরশিতে এ অঙ্গ আমার!
আকাশ ভাঙ্গিয়া যবে আবদ্ধি চৌধার

বয় শ্রাবণের ধারা, শীত সিক্ত বাতে,
ম্রিয়মাণ হয় বটে পার্থিব অনল,
কিন্তু সেই বিশ্বপ্লাবী প্লাবনের ঘটা
পারে কি স্পর্শিতে কভু জলন্ত চপলা।
জগত প্রথিত নাম জগত কাঁপায়ে
জগদ্‌গুরু আলমগীর হউক ধ্বনিত,
গম্ভীর কামান মুখে, পুরিয়া ত্রিলোক
অবনী, গগন তার গাক্‌ যশোগান,
গজুক ক্ষত্রিয় বৃন্দ যবন মাহাত্ম্য,
তথাপি হৃদয় মোর ম্লেচ্ছ ভাবে ভোর
হবে না হবে না কভু ;—নদ নদী হ্রদে,
জলধির ঊর্ম্মি রঙ্গে, বর্ষার তরঙ্গে,
বসুধার আর্দ্র অঙ্গ হ'লেও কম্পিত—
গর্ভস্থ হুতাশ তার হয় না শীতল।
নারীর সতীত্ব রত্ন অমূল্য ভাবিয়া
ক্রোধন কেশরী সম যেই বীর জাতি,
অসংখ্য যবন মুণ্ড মর্দ্দিলা চরণে ;
দুর্ব্বৃত্ত অসুর সম যাদের আচারে,
ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় জাতি রুধির তৃষ্ণায়
হইলা উন্মত্ত ঘোর, ঘৃণ্য অত্যাচারে,
চির প্রসন্নতা ত্যজি, বিকট ভ্রূভঙ্গি
ম্লেচ্ছ বংশ ধ্বংসে ব্রতী, ধরিল্য বদনে,

অবশেষে, হায়, যারা বিধি বিড়ম্বনে,
নিরুপায়—প্রাণাধিক কলত্র তনয়া
জ্বলন্ত অনলে ফেলি হইত নিশ্চিন্ত—
আজি কি সে বীর বংশ অবিকৃত চিতে,
হেরিবে যবন গ্রাসে হিন্দুর রমণী ?
শুনিবে যবন করে নিষ্পিষ্ট আকৃষ্ট
যুবতী স্বধর্ম্ম তরে ডাকে পরিত্রাহি ?
হেরিবে ইন্দ্রিয় দাস অসুরের করে
নিষ্পিষ্ট সাধ্বীর ধর্ম্ম ? নিরখি সে দৃশ্য
একটীও রোম অঙ্গে হবেনা উত্থিত ?
রোষোন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের উত্তপ্ত রুধিরে
একটীও ঊর্ম্মি নাহি উঠিবে উচ্ছ্বসি ?
কৃতান্তের দন্ত সম ধৃত করবাল
বীরবাহু একবার (ও) হবেনা স্পন্দিত ?
দীপ্ত বিদ্যুতের এক উগ্ররশ্মি রেখা
হবে না বিম্বিত রুক্ষ ক্ষত্রিয় নয়নে ?
দেখিতে মলিন বটে বারুদের কণা,
কিন্তু সে বারেক যদি পরশে উত্তাপ
সর্ব্ব সংহারক মূর্ত্তি ধরে ভয়ঙ্কর।
তেমতি হে ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয়ের জাতি
শান্ত, শিষ্ট, নম্র অতি দেবে ভক্তিমান,
কিন্তু প্রাণে কেহ তাঁর করিলে আঘাত—

অগ্নি শিখা ব্যাপে তার অরুণ বরণে!
ঘোর ঘনঘটা সম ভ্রূভঙ্গি বিদারি
নেত্র হতে বিশ্বত্রাস ঝলকে দামিনী!
সে জাতি কি একেবারে লুপ্ত ধরা হতে?
আলস্যের ক্রীত দাস ক্ষত্রিয় নিকর?
প্রমোদ উদ্যানে হায় রমণী প্রসূনে,
কামনার ঘ্রাণে বাঁধা সেই বীর জাতি?
লুকায়িত বৈশ্বানর সুধাংশু মণ্ডলে?
সূর্য্য কমলার ক্রোড়ে করিছে বিশ্রাম?
বজ্রানল শত্রু নাশে বিরত হইয়া—
নারীর অপাঙ্গে বসি মারিতেছে উঁকি?
না না চিত্ত স্থির হও! হের, অভ্রভেদী
ওই শৈল শৃঙ্গ পরে, জ্বলে অংশুমালী!—
রশ্মি তার, গিরি গুহা ধ্বান্তরাশি নাশে!
এখন সে নিদাঘের প্রতাপ আদিত্য
উদ্দীপ্ত মিবার শূন্যে। খর রশ্মি তাঁর
রাজ সিংহ তেজঃ বহে রাজপুতানায়!
ম্লেচ্ছ দল তমোরাশি দ্বিখণ্ডিত তায়!
হয়ত হে নরেশ্বর, সামান্যা নারীর
প্রগল্‌ভতা ভাবি বড় হতেছ বিরক্ত।
অথচ প্রতাপে যার কম্পিত বসুধা,
ম্রিয়মাণ রাজকুল, দিবাকর করে।

গগনে সুধাংশু তারা তেজোহীন যথা,
অর্জ্জিতে সম্পত্তি খ্যাতি সম্ভ্রম অশেষ
কভু নৃপ চূড়ামণি কুল ধর্ম্ম ত্যাগি
—অন্যের থাকুক কথা ক্ষত্রিয় ভূষণ
মহারাজ যোধপুর অম্বর ঈশ্বর—
যবনে জামাতৃ পদে করিয়া বরণ
গর্ব্বে স্ফীত দর্পোন্মত্ত ধন্য হয়েছেন;
সামান্য সামন্ত পুত্রী কেমন সাহসে,
তাহারে ভাবিছে তুচ্ছ! এত স্পর্দ্ধা কেন?

নরেন্দ্র?

ধরায় দেবেন্দ্র তেজে বীরেন্দ্র প্রতাপ,—
স্বাধীনতা উপাসক, ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী
দুষ্ট যবনের যম সেই মহারথী,
বুঝেছিলা স্বধর্ম্মের কিবা সে সম্ভ্রম!
কিবা সে অমূল্য নিধি সতীত্ব নারীর!
বুঝেছিলা ম্লেচ্ছকুল কিবা সর্ব্বনাশী
শত্রু হিন্দুত্বের—ঘোর বৈরী দেবতার!
বুঝাতে হ'বে কি সেই বীর বংশধরে,
স্বধর্ম্মে বিমুগ্ধ মতি ক্ষত্র তনয়ার,
কি ঘৃণা বিক্ষুব্ধ প্রাণে যবনের প্রেমে?
হয়ত ভাবিবে পুনঃ অভাগীর ভাগ্যে—
এমন অমূল্য স্বার্থ কিবা লভিবারে

ফেলিব জীবন ধন বিপত্তি পাথারে ?
সত্যই নৃমণি! মম নাহিক সেরূপ,
যাহে উৎসাহিত হবে প্রাণান্তক রণে!
মানবী স্বরূপে দেবী এই ধরাধামে
নহি অবতীর্ণা আমি। নাহি হেন গুণ
যাহে মুগ্ধ বীর সিংহ ধরার সম্পদ
তুচ্ছ ভাবি, অকাতরে লভিতে সে ধন,
দিবে প্রাণ রণাঙ্গণে ধরি' করবাল!
হাসি মুখে শরশয্যা করিবে গ্রহণ!
হীন আমি—কোথা মম সে সব সৌরভ ?
কিন্তু বীর! আছে প্রাণে ক্ষত্রিয়-সুতার
জ্বলন্ত গরিমা!—পার্থিব মোহন রূপ,
বহ্নি পাশে নির্ব্বাপিত অঙ্গার তুলিত!—
দিবে তা চরণে দাসী। পুনঃ ভাগ্যে মোর
আপ্ত বিস্মৃতের মত হয়ত নরেন্দ্র,
করিবে হে ইতস্ততঃ—ভাবি অনিশ্চিত
দুর্দ্ধর্ষ দিল্লীশ সাথে সংগ্রামের ফল।
দুর্নিবার দক্ষিণের মহারাষ্ট্র পতি
যারে নিত্য খেদাইছে দাক্ষিণাত্য হ'তে,
তার সাথে বীরপূজ্য রাজপুতানার
হয় কি রাজেন্দ্র রাজসিংহের তুলনা ?
অবলা রক্ষার তরে বিপক্ষের পাশে

নিরখিবে যবে তুমি ধরিয়া কৃপাণ,
সূর্য্যদেব শূন্য ছাড়ি তব রোষ-নেত্রে
হইবেন অধিষ্ঠান, দীপ্ত হুতাশন
কালাগ্নি তরঙ্গ তব কৃপাণে ছুটাবে।
হউক সে আলমগীর অক্ষৌহিনী পতি
ধূধূ—ধূধূ জলে যাবে!—অকূল অপার
মহাসিন্ধু বিশ্বগ্রাসী হ'লেও ভীষণ,
পারে কি ডুবাতে কভু হিমাদ্রির চূড়া?
উঠ উঠ বীরবর! হোমকুণ্ডে শিখা
হবির প্রবাহে যথা হয় উগ্রতর,
অবলার ধর্ম্ম রক্ষা পবিত্র বাঞ্ছায়,
নিত্য আহুতির স্রোতে রোষাগ্নি তোমার
জ্বলুক যবন ত্রাস ভারত উজাসি।
অগ্নিগিরি অগ্ন্যুৎপাত সম ভয়ঙ্কর,
হ'ক উদ্ভাসিত তব অতুল মহিমা!
দেব!—
ক্ষম মুখরায়। ও অনন্ত ঔদার্য্যের
আর কিবা প্রতিদান দিবে এ দুর্ব্বলা,
অবলার কৃতজ্ঞতা জীবন সম্ভ্রম
নিতান্ত আশ্রয়ে তব জেন নরনাথ!

দময়ন্তী—

নলের প্রতি।

[শনিগ্রস্ত মহারাজ নল বনবাস কালে নিদ্রিতা জায়া দময়ন্তীরে একাকিনী নির্জ্জন অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিজ পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হন। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত মিথ্যা স্বয়ম্বর উপলক্ষে ঋতুপর্ণ রাজার সারথী হইয়া মহারাজ নল বিদর্ভ নগরে আগমন করিলে, সখীমুখে, সন্দিগ্ধ-চিত্ত স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া দময়ন্তী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি নল সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

"পঞ্চ দেব বঞ্চি সাধে সয়ম্বরে স্থলে,*
পূজিল রাজীব পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন-বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।"
ধর্ম্ম অবতার তুমি কি না জান প্রভু,

---

* বঙ্গীয় কবিকুল চূড়ামণি মধুসূদন তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের জন্য একাদশখানি ব্যতীত আরও ছয়খানি পত্রিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের নিরতিশয় দুর্ভাগ্য বশতঃ আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেই ছয়খানি পত্রিকার মধ্যে 'নলের প্রতি দময়ন্তী' অন্যতম, এবং উপরি উদ্ধৃত পংক্তি কয়টী সেই অমর কবির লেখনী প্রসূত। সৌধশ্রেষ্ঠ তাজমহলের বা পাতসাহী আমলের অন্য কোন প্রাসাদের ভগ্ন বা নষ্ট স্থানে আজিকালিকার কারিকরগণ তালি দিয়া উহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটাইতে গিয়া যেমন উপহাসাস্পদ হয়েন, এই ক্ষুদ্র লেখকের বর্ত্তমান প্রয়াসও তদ্রূপ।

এ প্রাণের অভিশাপ! আমি অভাগিনী—
তাই তব হৃদয়ের মিটাতে সন্দেহ
বর্ণিতে হইবে মোরে বিচ্ছেদ বারতা
তোমার সকাশে আজি। হায় প্রাণেশ্বর!
কেমনে স্মরিবে কহ দময়ন্তী তব
সেই দিবসের যত বিষাদের কথা?
হেরিলাম স্বপ্নে যেন মত্তগজ মূর্ত্তি
ছিঁড়িয়া মৃণাল লতা ঝড় বেগে ধায়;
বৃন্তচ্যুত শতদল, ঝটিকা তাড়িত
তরঙ্গিত হ্রদ বক্ষে উলটি পালটি
দিশাহারা ঘুরিতেছে হারায়ে আশ্রয়।
নীরব শ্মশানে যথা মুমূর্ষুর রব,
ঘুমন্ত হৃদয়ে জাগে রুদ্ধ করি শ্বাস
মর্ম্মভেদী ত্রাস। অমনি আতঙ্কে ত্বরা
আলিঙ্গিতে দেহ তব প্রসারিণু কর;
তন্দ্রাঘোরে পৃথ্বীপরে বাজিল সে বাহু,
জাগিনু সহসা, হেরিলাম শূন্য কোল,
অর্দ্ধ বিবসনা আমি সুপ্তা একাকিনী।
নিকটে শাণিত অসি দামিনী বিকাশ;
(যেন) চকিতা নিরখি মোরে উঠিল হাসিয়া!—
ভয়ে উন্মাদিনী পারা উঠিয়া অমনি
ডাকিলাম উচ্চৈঃস্বরে প্রাণনাথ বলি।

ভীমনাদী প্রতিধ্বনি উত্তরিল রোষে—,
প্রাণনাথ কৈ ! নির্জ্জন নিবিড় বন
উঠিল কাঁদিয়া। অন্বেষিনু চারিধারে
বৃক্ষ আড়ে, লতা কুঞ্জে পাতি পাতি করি ;
কোথাও না পেয়ে তোমা কাঁপিল হৃদয়।
ভাবনার কাল ছায়া ঝটিকা বিক্ষিপ্ত
ধূমরাশি প্রায় ছুটি পূরিল কানন ;
হইল নিবিড় তর অরণ্য আঁধার।
মহাভয়ে ভীতা আমি মুদিনু নয়ন।
সহসা আতঙ্কে ক্ষিপ্ত চাহিনু আবার।
চৌধার আঁধার করি প্রেত পুরী মত
প্রসারে মায়ার দেহ বিঘোরা অটবী।
দীর্ঘ মহীরুহ শির করে উত্তোলন।
সারি সারি জটজালে জড়িত ভীষণ,
যেন ঘোরা ধূমময়ী সহস্র রাক্ষসী
গ্রাসিতে আমায় রোষে ঘেরিছে চৌদিকে।
নীরব অরণ্য, যেন মরমের মাঝে
ধীরি ধীরি ভীতি পূর্ণ গল্প করি কত,
এঁকে দিল আপনার ভীষণ আকার।
হায় পাগলিনী আমি চলিনু ছুটিয়া,
পূরিনু সে ঘন বন হাহাকার রবে—
হা নাথ ! হা প্রিয়সখে ! হৃদয় ঈশ্বর।

কোথা তুমি ! কোন্ প্রাণে হইয়ে নিদয়
পলাইলে অবলায় অনাথিনী করে ?
হের নাথ, হের হের কি দশা আমার !
উন্মাদিনী প্রিয়া তব ঘুরিছে সংসার।
বুঝি বিধি অন্তকালে তব মুখ হেরি
মৃত্যুর মোহন আস্তে দিল না পশিতে !
ব্যাঘ্রের করাল দংষ্ট্রে ভল্লুক নখরে,
বিদীর্ণ হৃদয়, প্রিয়, হইয়া যখন
হা নাথ—হা নাথ—শব্দে ত্যজিব জীবন,
তখন যাতনা দগ্ধ কাতর বয়ান
হেরিবে না হে স্বামিন্, সজল নয়নে ?
বলেছিলে ওহে নাথ ! স্বয়ম্বর কালে,—
যাবত জীবন রবে অয়ি স্মিতমুখী !
তাবত তোমারি পাশে রহিব প্রেয়সী !
অভাগিনী ভাগ্য দোষে বিধি বিড়ম্বনে
সে কথা কি এবে তব হল না স্মরণ ?
জাগিতা হয়েছি প্রভু ! ত্যজ উপহাস।
অনাথা ডাকিছে কোথা দাও না উত্তর।
হাঃ—ভুজঙ্গ কবলগ্রস্তা হ'ল তব প্রিয়া !
এস এস ত্বরা ত্বরে, হওগো সত্বর,
নহে এই শেষ দেখা হয়েছে প্রাণেশ !
মন, মুগ্ধকর তব প্রিয় সম্বোধন

পশিল না কর্ণে মোর। বিকট আরাবে
চীৎকারিল প্রতিধ্বনি চারিধার হতে।
হইনু বিবর্ণ ত্রাসে, দাঁড়ানু থমকি,
বুঝিলাম কলিরাজ ছলিলেক তোমা।
তাই মোহাবেশে তুমি, অসহায়া জায়া
ত্যজি এই বনমাঝে, চলি গেছ কোথা।
কৃতাঞ্জলি পুটে তবে উর্দ্ধমুখী হয়ে,
ডাকিলাম রুষ্ট দেবে ফিরে দিতে তোমা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত মিনতি করিয়া,—
হায় দেব! এত দিনে পূর্ণ মনস্কাম
হ'ল তব; নিলে রাজ্য, খেদাইলে দূর
গহন কাননে পূর্ণ হিংসা হুহুঙ্কারে।
কপোতীর বেশে শেষে কাড়িলে বসন,
তবুও নির্ম্মম প্রাণ হ'লনা সদয়?
ঘোর মায়া প্রকাশিয়া, অহো পরিতাপ,
আচ্ছাদিয়া তমোজালে সরল হৃদয়,
ভুলাইয়া লয়ে গেলে কোথায় বিপথে!
পেনু না উত্তর কার! মহাশূন্য যুড়ি
চুল্লি হ'তে ধুম্রমালা যথা স্তরে স্তরে
ঘুরি উঠে গাঢ় তর, এ তপ্ত হৃদয়
ভয়ের নীরদ ছায়া সুনিবিড় তর,
উগারিল মহাবেগে ঢাকি জল স্থল!

কাঁপিতে লাগিল দ্রুত সর্ব্বাঙ্গ আমার!
হৃদয়ের দপ্ দপে ছিড়ি মর্ম্মগ্রন্থি,
শুনিনু অন্তর হতে প্রাণের ক্রন্দন!
স্মরি তব চন্দ্রানন ঝরিল নয়ন।
হায় নাথ! নাহি জানি কি কৌশলে আজি
মুগ্ধ তুমি! কোথা ইন্দ্ররাজ সম
বিভব তোমার! কোথা রাজভোগ তব?
অনশনে ঘোর বনে কত ক্লেশ পাও!
পেয়ে একা মহাবনে হায় তোমা ধনে
নাহি জানি কত কষ্ট দিবে দুরাশয়।
নাহি কেহ কাছে আর বুঝাতে তোমায়!
ভাল ভাবি হায় সখে নষ্ট বুদ্ধি তার
করিবে গ্রহণ, দুঃখে দহিবে হৃদয়।
প্রাণের প্রেয়সী তব অরণ্য সঙ্গিনী,
বীর বাহু মাঝে যারে উরসে ধরিয়া
রাখিতে সতত প্রিয় নয়নে নয়নে;
সেই প্রেয়সীরে যবে করি অনাথিনী,
রবি-কর-দীপ্তি হীন আঁধার অরণ্যে,
হিংস্র জন্তু গ্রাসে ফেলি হলে অদর্শন;—
অর্দ্ধবস্ত্রাবৃতা সেই কুলের কামিনী
কেমনে সংসার পথে করিবে ভ্রমণ,
হেন কথা হায় তব মোহাচ্ছন্ন মনে

ক্ষণেকের তরে যদি না হল উদয়,—
কেমনে আপন প্রাণ রাখিবে নৃমণি!
যবে তব স্নেহ গতি ভুল হায় হায়,
কি দশা হইবে তব ভেবে প্রাণ যায়!
সলিল অনল এবে পর্ব্বত প্রান্তর,
দানব রাক্ষসে তব সদ দরশন।
বিষ কুম্ভ পয়োমুখ সদৃশ তাহারা
কত যন্ত্রনায় তব দহিবে পরাণ!
এত কহি গলবস্ত্রে কৃতাঞ্জলি পুটে
ডাকিনু সে পঞ্চ দেবে তব রক্ষা তরে—
পতি প্রতি কায় মন থাকে যদি মম,
যদি সে রাজিব পদ ভিন্ন নাহি জানি,
হে সুরেন্দ্র, ইরম্মদে দলি রিপু দলে
পুণ্য শ্লোক নলরাজে করিও রক্ষণ!
উত্তুঙ্গ নগেন্দ্র হতে পড়িলে নরেন্দ্র
পবন হৃদয়ে তারে করিও ধারণ!
রুদ্র দাবানল যদি আক্রমে নরেশে,
হে বহ্নি, তুষার বাসে ঢাকিও তাঁহায়!
বহিলে প্লাবন বেগে ভাসায়ে অবনী
বারীন্দ্র নিভৃত গুহা করিয়া সৃজন,
হে দেব, রাখিও তাঁরে করিয়া যতন!
ক্ষুধাক্লিষ্ট ম্লান মুখে হে সুধাংশু দেব,

বরষিও সুধা ধারা, আতপ তাপিত
অবসন্ন দেহে তাঁর ফুটায়ো জোছনা!
অনন্তর হায় নাথ, সহি যত ক্লেশ
উপনীত হইয়াছি এ পিতৃ আলয়ে,
কি আর কহিবে দাসী ও তব চরণে।
জনক জননী ত্বরা করিয়া যতন
চারিদিকে দূতগণে করিলা প্রেরণ।
সুদেব ব্রাহ্মণ মুখে শুনি সমাচার—
কি লজ্জা সন্তপ্তা দুঃখে জ্ঞানহীনা আমি—
মিথ্যা স্বয়ম্বর বার্ত্তা জানানু তোমায়।
ভাবিতেছি একমনে বুঝি ছদ্মবেশে
আছ ঋতুপর্ণ পাশে! পড়ে কি মনেতে
অভাগীরে আর! হেনকালে আচম্বিতে
অম্বরে জলদ মন্দ্র গুরু গুরু কাঁপে।
মৃন প্রতিধ্বনি তার শুনিনু হৃদয়ে,
দিগন্ত ব্যাপিয়া ধ্বনি পূরিল শ্রবণ!
মুখরিত অরণ্যানী গহ্বর কন্দর
ধূলিজাল বিমণ্ডিত বিঘোর গগন।
গুটায়ে বিস্তৃত পাখা বিহঙ্গম দল
ধীরে ধীরে শূন্য হ'তে নামিতে লাগিল।
চমকিত নর নারী ঊর্দ্ধ পানে চেয়ে
কোলাহলে পুরি গ্রাম আবাসে ছুটিল!

আরও গম্ভীর তর কাদম্বিনী রব
প্রান্তর নগর শিরে ধ্বনিত হইল।
বহে ঝড়, কিন্তু নাহি ঘন বিন্দু কোথা!
সিহরে সমস্ত প্রাণ, শিখিনী যেমতি
নাচে গো নীরদ রবে উল্লাস তরঙ্গে।
অধীরা চাতকী যথা মেঘ পানে চায়,
নেত্র হতে দৃষ্টি মম শূন্য পথে বয়।
উঠিনু প্রাসাদ চূড়ে হেরিনু আনন্দে—
নিস্তব্ধ সায়াহ্নাকাশে বিদ্যুৎ আকার
লম্বমান রথ রেখা ধাইছে গর্জ্জিয়া,—
গম্ভীর ঘর্ঘর রবে দিগন্ত আকুল;
খণ্ড খণ্ড জল দল ভীম বেগে তার।
অনন্তের প্রান্তে যেন সমুদ্রের গান,
সুস্নিগ্ধ মারুতে বহি জুড়ায় শ্রবণ।
বুঝিনু তখনি পুণ্য শ্লোক নল বিনা
কে পারে আসিতে হেথা একই দিবসে?
কার হেন শক্তি বল ত্রিলোক মণ্ডলে?
ব্যোমচারী সারথীরে নমিনু উদ্দেশে।
কেশিনী আনিল বার্ত্তা বুঝিলাম মনে,
পুণ্য শ্লোক নল বিনা কেহ নাহি আর
দ্রবিতে পাষাণ হিয়া সলিল প্রবাহে,
জ্বালিতে অনল জ্বালা মুখের ফুৎকারে।

হে নাথ!
ব্যঞ্জনের স্বাদ তব করেছি গ্রহণ।
বল বল অমৃতের স্বাদ নিরুপম
কে পারে মর্ত্ত্যের পর্ণে করিতে প্রদান!
ও বদন বিমোহন পঙ্কজ নয়ন
কি যে হর্ষ জাগায়েছে পরাণে আমার
অনুভবে এ হৃদয়, কহিতে অক্ষম!
নয়নে মানসে যদি কখন কাহারে
হেরে থাকি তোমা বিনা, এই দণ্ডে মোর
হয় যেন প্রাণনাথ শিরে বজ্রঘাত!
তব প্রেম হীন হয়ে পশিগো নিরয়ে!
কি আর বলিব প্রভু, দুটী শিশু ফুল
পাঠাইনু তব কাছে। হেরিলে তাদের,
দাসীরে পড়িবে মনে কহিনু নিশ্চয়!

দ্রৌপদী

ভীমসেনের প্রতি।

[কৌরব সভায় পাণ্ডবগণ সমক্ষেই দুঃশাসন কর্তৃক কেশাকৃষ্টা ও কৌরবগণ কর্তৃক তীব্র উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা অভিমানিনী পাঞ্চালী কুরুকুল ধ্বংস করিবার জন্য ভীমসেনকে উত্তেজিত করিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি তৎসমীপেপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

* "মুক্তকেশী আজি দাসী দ্রুপদ নন্দিনী
বৃকোদর!" অদৃষ্টের দুরন্ত আঘাতে
তব পত্নী আজি ত্যজিয়াছে সংসারের
আনন্দ উল্লাস! নিদারুণ বেদনায়
হ'য়েছে বিদীর্ণ তার পাষাণ হৃদয়!
ধর্ম্মের বধির কর্ণ মুখরিত করি
কব সে চিত্তের ব্যথা; বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে
অন্তর ধূমিত জ্বালা উঠিবে জ্বলিয়া।
ব্যথিত প্রাণের দাহে দেখিব কেমনে
জগত সুস্থির রবে নির্জ্জীবের মত।
বীরসিংহ! হায়রে কেমনে আজি কহ

* ইহাও মধুসূদনের আরব্ধ কবিতাবলীর মধ্যে আর একটী। 'দময়ন্তী নলের প্রতি' দ্রষ্টব্য।

সম্বোধি তোমায় হেন দৃপ্ত অভিধায় ?
লজ্জায় ধিকারে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে যায়।
মহাসিন্ধু বক্ষোদ্ভূত দম্ভে জলস্তম্ভ
উঠিতে বিমান পথে প্রভঞ্জন ঘাতে
অৰ্দ্ধপথে অধোমুখে পড়ে যথা ঝরি ;
তথা তব তেজোদ্ভূত কৃষ্ণার গরব
পড়িছে ভাঙ্গিয়া আজি শত্রুর প্রতাপে।
হায় লজ্জা কব কারে প্রাণের বারতা,—
তোমাদেরি দোষে আজি এদশা তাহার !
বিশ্বদগ্ধকারী অহে মহাব্যোমচারী
দেব বিদাবসু ! আজি হয়েছ নিষ্প্রভ !
দিগন্ত বিভাসি তব রশ্মি রথ ধায়,—
গ্রহরাজ ! তেজোগর্ব্বে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে
ধাঁধিতে ব্রহ্মাণ্ড ; আজি জ্যোতির্হীন তুমি !
তাই সে মার্ত্তণ্ড তেজে এ দীপ্ত চন্দ্রমা
বিবর্ণ পাণ্ডুর ! আচ্ছাদিলে প্রাংশুজাল
অঙ্গারে কি জ্বলে শিখা তিমির নাশিনী !
গর্ব্বে যার দম্ভোলির কালানল নাই
শরতের মেঘে সেই ব্রহ্মাণ্ড বিভাস
হয় কি আঁধার ধাঁধী দামিনী বিকাশ ?
মেঘ আড়ম্বরে সূর্য্য হইলে আবৃত
আলো অন্ধকারে কভু সূর্য্যকান্ত মণি

ধরে দাহকর দ্যুতি! তেজোহীন আজি
পাণ্ডুবল, তাই ম্লান দ্রুপদ নন্দিনী।
কেশরী কামিনী আমি শৃগাল দুর্ব্বল
লাঞ্ছিত করিল মোরে! মানব মণ্ডলে
দিকপাল জিনি বলী পাণ্ডুপুত্রগণ,
তাদের গৃহিণী কৃষ্ণা—কি বলিব আর,
বলিতে লজ্জায় জরে সর্ব্বাঙ্গ আমার,—
তাদের গৃহিণী কৃষ্ণা, বারাঙ্গনাধিক
নিগৃহীত বিড়ম্বিত পৌরব সভায়!
যবে—
লক্ষ লাজহীন তীক্ষ্ণ অনিমেষ আঁখি
বিষাক্ত বিশিখ সম রোমে রোমে বিঁধি,
নারীর সরম দেহ উদ্ঘাটিত করি
ঢালিয়ে যন্ত্রণা বিষ হেরিতে লাগিল—
সে সময়ে চন্দ্র সূর্য্য অন্ধ হয়ে ছিলে?
অগ্নি! তুমি প্রাংশু জালে ছিলে কি নিদ্রিত
বিধাত! সে কালে তুমি দানব রাক্ষস
বিষাকর ফণী বংশ ছিলে কি সৃজিতে?
অবিশ্বাসী আততায়ী নারকীর হিয়া
ছিলে কি গঠিতে? ধরণীর ধর্ম্মপিতা
হে বশিষ্ঠ! বিশ্বামিত্র! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন!
অগ্নিকল্প দ্বিজব্রজ!—যাঁদের নিশ্বাসে

ভস্ম হয় পাপ তাপ—সেদিন কি সবে
ভুলেছিলে সন্ধ্যাপূজা গায়ত্রী বন্দনা?
সে দিন কি ধর্ম্মাসনে ধর্ম্মকর হ'তে
ন্যায় দণ্ড পড়েছিল খ'সে? অবিচারে
পুণ্যবান ডুবিল নরকে? পাপ আত্মা
স্বর্গের নির্ম্মল শোভা কৈল কলঙ্কিত?
সেদিন কি সংসারের সীমন্তিনী কুল
স্বামীর আশ্রয় হ'তে হয়েছিলা চ্যুত?
গ্রন্থিময় ম্লান ছিন্ন সরমের বাসে
আবরি সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে নারকী সংসর্গে
ভেসেছিল আত্মহারা নিরাশ্রয়াকুল?
সে দিন হ'তে কি ভ্রষ্টা মাতৃ অঙ্ক হ'তে
অস্থিশূন্য সদ্য ফুল্ল প্রসূত দুহিতা,
নৃশংস বিক্রেতা বৃদ্ধা প্রেতিনীর গেহে
প্রেতের পাশব তৃষ্ণা করিতে বারণ,
বৈতরণী নদীমত লাগিল বর্দ্ধিতে?
সে দিন কি নরকের কঠিন দুয়ার
হয়েছিল অতর্কিতে অর্গল বিচ্যুত?—
শত অক্ষৌহিনী স্রোতে বাহিরিয়া বেগে
বিকট উৎকট অর্দ্ধদগ্ধ আত্মাকুল
ভ্রমেছিল নরসাথে তিমিরান্ধ পথে?
সে দিন কি লালসার মূর্ত্তিমতী শিখা

উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা বিহ্বলা ভীষণা
নিজকরে নিজমুণ্ড ধরেছিলা কাটি ?
হৃদয়ের উগ্রানল বাসনার স্রোত
পিয়েছিল ছিন্নমুণ্ড ? ত্রাসে দেবদল
মুদেছিল নেত্রপ্রান্ত, তাই-ধরা যুড়ি
গরজি উঠিয়াছিল অসুরের দল ?
নারী আমি—ক্ষীণ কণ্ঠ পারি না তুলিতে
উদগারিতে হৃদয়ের ভীম দাবানল !
জানিনা কেমনে হায় বুঝাব তোমায়
দুর্ব্বিসহ প্রাণোচ্ছ্বাস ; ওগো কাদম্বিনি !
বজ্রাঘাতে যেই কণ্ঠে তুলি হাহাকার
অদ্রিরাজ হিমাচলে কর প্রকম্পিত,—
সেই শব্দ কণ্ঠে মোর দাও প্রাণ সখি !
তা'হলে পারিব বুঝি পাণ্ডবের প্রাণে
শুনাতে এ মর্ম্মভেদী বিষাদ বিষাণ !
ঢালিতে জিঘাংসা মম তীব্র হলাহল !
হৃদয় বিদীর্ণ হও ! লক্ষ ধমনীর
ছিন্ন মুখে রক্তস্রোতে উদ্বেল প্রবাহে
অন্তরের উগ্রতাপ করে উদ্গার !
শবভুক্ দল যথা বিকট শ্মশানে
সহসা বিক্ষিপ্ত কোন শবে নিরখিয়ে
উন্মত্ত হইয়া উঠে কোলাহল করি,

বিদারিয়া কুক্ষি ছিঁড়ি আনে অন্ত্র নাড়ী ;
কৌরব সভায় যবে তেমতি উন্মত্ত
হেরি মোরে করতালি দিল প্রেতকুল,
বিঁধি লজ্জা মর্ম্মস্থল লক্ষ জন মাঝে
কর্ষিল বসন, লালসাগ্নি রক্তনেত্রে
বিকট উৎকট মুখে ক্রূর অট্টহাসে
অকুণ্ঠ পুরুষ দিঠি চারিদিক হ'তে
আলুথালু কম্পান্বিতা কুলবালা প্রতি
বর্ষিতে লাগিল যবে ; যবে অসহায়া—
উন্মুক্ত শাণিত তীক্ষ্ণ সরল বিক্ষত
একবস্ত্রা রজস্বলা অর্দ্ধ বিবসনা,
প্রভঞ্জনে আন্দোলিত অর্ণবের বক্ষে
ঘূর্ণ্যমান পোতসম হইয়া আকুল,
ঊর্দ্ধনেত্রে যুগ্মকরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
করিল ক্রন্দন হায়, তখন কি সবে
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ছিলে আবিষ্কৃতে ?
অথবা প্রলয়ে যবে গ্রহসূর্য্য আদি
ধূমকেতু চন্দ্র তারা কক্ষচ্যুত হ'য়ে
আঘাতিয়া পরস্পরে ব্যোম পথে ধায়,
বিপর্য্যস্ত হয় সৃষ্টি, অনল সলিল
দিগন্ত আলোড়ি ছুটে কোথায় কে জানে,
তখন ত্রিমূর্ত্তি যথা কারুণ্য বিহীন

হেরেন ধ্বংসের ক্রীড়া অবিকৃত চিতে,
তেমতি কি ছিলে তবে আবেগ বিহীন—
পঞ্চেন্দ্রিয় তরঙ্গের উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত?
দেবতার শুভ্র স্বচ্ছ রুধির প্রবাহে
ছিল পূর্ণ ধর্ম্ম, হিয়া সদা সুনির্ম্মল,
তাই মানবীর দাহ পারনি বুঝিতে?
হায় হায় ভ্রান্তমতী আমি অভাগিনী
পতি নিন্দা মহাপাপে হ'তেছি মজ্জিত!
আমারি সে দুরদৃষ্ট হায়রে তখন
বেঁধেছিল তোমাদের বিশ্বত্রাস বাহু!
হরেছিল দুর্নিবার হৃদয় নিহিত
সর্ব্বগ্রাসী জিঘাংসার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস!
শুষেছিল নেত্র হতে বিদ্যুত ঝলক!
তা না হ'লে কখন কি ইন্দ্রকর চ্যুত
ছুটিতে ব্রহ্মাণ্ড ত্রাস দুর্জ্জয় দম্ভোলি
সহসা থামিয়া যায়? জ্বলন্ত চপলা
উড়িতে আকাশ পথে কভু নিভে যায়,—
না ধাঁধি বিশ্বের আঁখি প্রদীপ্ত ছটায়।
বুভুক্ষু সিংহের উগ্র উৎক্ষিপ্ত নখর
না বিদারি করিকুম্ভ হয় কি নিবৃত্ত?
ওরে দুষ্ট দুঃশাসন! দেখ্ অক্ষি মেলি—
নহে এই কেশজাল, ধরিলি যা করে;

আত্মহত্যা করিবারে বিষদন্ত খায়ে
কাল সর্প যে উন্মত্ত ধরিলি স্বকরে!
নহে এই কেশ জাল, কাল নিশীথিনী,
করাল কালের ছায়া দেখাইছে তোরে!
বহুদিন প্রলয়ের নাহি ছিল হেতু,
মহারুদ্র ছিলা ঘোর নিদ্রা নিমগন
যুগ যুগ ধরি, আজি তোর পাপ নৃত্যে
কালী সঙ্গে মহাকাল উঠেছে জাগিয়া!
রুদ্রের সংহার রোষ উঠেছে উথলি!
ভীষণ সংহার ব্রতে বিরতির হেতু
সংহার ত্রিশূল অঙ্গে পড়েছিল মলা,
আজি মার্জ্জিত করিলা কাল প্রলয় আয়ুধ;
তাই হেথা দেখ, চেয়ে—নহে মুক্ত কেশ,
উড়িছে তাহারি এযে কলঙ্ক গভীর!
কুরুপতি। কর ভোগ সাম্রাজ্য বিশাল!
কিন্তু হের হের ওই দূর নভঃ প্রান্তে
উঠিতেছে একখণ্ড কাল কাদম্বিনী।
দূর ঘন প্রান্ত হতে শোন্ শোন্ ওই
বিশ্বনাশ অশনির সংহারের মন্ত্র!
বৃকোদর!
কি আর বলিবে দাসী দ্রুপদনন্দিনী
ও চরণে। ভাগ্যহীনা বিধি বিড়ম্বনে

নিজকর্ম্ম দোষে হায় পাইল এ তাপ !
কিন্তু দুর্ব্বিসহ প্রভু যাতনা তাহার ;—
হনুমান হানাইলে দহে মর্ম্মস্থল !
পাপের উদ্ধত তুণ্ড পারি না দেখিতে
ধর্ম্মের লাঞ্ছনা কভু সব না সব না।
এস এস বৈরিত্রাস দ্রৌপদীর নাথ !
দেখে যাও দুঃশাসন আকর্ষিত এই
মুক্ত কেশ রক্তসিক্ত ছিন্ন কর্দ্দমাক্ত
ধরে আছি বাম বাহুমূলে ; যবে তুমি—
বিজয়ী সমর ভূমে কুরুকুল দলি,
ভীষণ রুদ্রের মত সংহার উন্মাদে
আসিবে মেঘের মত কাঁপায়ে বসুধা,
রবিকরে আলোহিত মেঘপ্রান্ত মত
দুঃশাসন হৃদিরক্তে আরক্ত দ্বিকরে
বাঁধিবে কবরী মম, তখন প্রাণেশ
সৌদামিনী সমা হেসে প্রেম আলিঙ্গনে
বাঁধিব মনের সুখে হৃদয়ে রাখিয়ে !
কৌরবের কাল ভেরী বাজিয়াছে ওই—
যাও যাও ভীম সেন অরিমুণ্ড দলি
রুদ্রের বিষাণ ধ্বানে গর্জ্জ বীর সিংহ !
মেঘ যথা বজ্র অগ্নি করে বিস্ফুরণ
ভীম ভূজে মহা গদা কর আস্ফালন !

গগনে কাঁপুন ইন্দ্র, পাতালে বাসুকি
ধরাধামে দুর্য্যোধন হউক বিবর্ণ।
কুরু রক্তে হ'ক তব আবক্ষ মজ্জিত,
সে রুধির উর্ম্মি ভেদি ধাও বীরবর!
দ্রৌপদী হৃদয়োচ্ছ্বাসে প্রেমার্দ্র নয়নে
হেরিবে তোমায়, তব ভীম কর্ম্ম আর!

সীতাদেবী—

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি।

[রক্ষোরাজ দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর তাঁহার অন্বেষণ জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সুহৃৎ কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি সুগ্রীব প্রেরিত অসংখ্য চরের মধ্যে কেবল মাত্র মহাবীর হনুমান সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক দেবতাগণেরও অগম্য লঙ্কা-পুরী প্রবেশ করিয়া বহু আয়াসে অশোক বনে রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িতা সীতার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়েন, এবং আপনার পরিচয় স্বরূপ রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁহাকে প্রদান করেন। অনন্তর কএক দিবস লঙ্কায় থাকিয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে রাক্ষস পতিকে কম্পিত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারি হস্তে সীতাদেবী নিজ শিরোমণি সহ নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি শ্রীরাম সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

আর্য্যপুত্র!
হারায়েছে বুঝি তোমা অভাগী জানকী!
গ্রহদোষে ধৈর্য্যচ্যুত ক্ষণেকের তরে,
বহুবর্ষ তপোলব্ধ তাপসের যথা
কণ্ঠ হতে পড়ে খসি মোক্ষ-সুধা-ফল,
হায়—
স্বদোষে বৈদেহী তথা ভুঞ্জে প্রতিফল!
পড়েছি দুস্তরে নাথ তার দয়াময়!
অকূলে ভাসিছে সীতা উদ্ধারো গো তায়!

মায়ার কনক মৃগ অনল স্ফুলিঙ্গ
ছড়ায়ে সুশ্যাম বনে দ্রুত ক্ষুর ক্ষেপে
উড়িল উল্কার মত; পাতায় পাতায়
ইন্দ্রধনু সম বিভা মৃগাঙ্গ বিম্বিত,
ভাতিয়া উঠিল কিবা বিচিত্র বরণে।
নীল মণি ময় নেত্র আঁধার অরণ্যে
দীপিল, রতন শৃঙ্গে—ছুটিতে হরিণ—
উড়ন্ত তারকা জ্যোতিঃ নীল নভে যথা
কানন আকাশে আঁকা হইল কেমন।
হায়গো প্রেয়সী বশে তুমি সীতানাথ,
দেবরের প্রিয়বাক্য অবহেলি ত্বরা
চলিলে মৃগানুসারি—মৃদু মৃদু হাসি;
আমিও উৎসুক নেত্রে তোমাদের ক্রীড়া
হেরিতে লাগিনু সুখে বসি শিলাসনে।
ক্ষণমধ্যে মায়ামৃগ লইয়া তোমায়
হ'ল অদর্শন—ধূম্রমালা সহ যেন
হুতাশন লুকাইল ভস্মের মাঝারে!
হায়!
আর না হেরিনু তোমা সেইক্ষণ হ'তে!
তব পথ নিরখিয়ে রহিনু উন্মুখী।
হেনকালে আচম্বিতে নির্জ্জন কানন
কাঁপায়ে উঠিল ভাসি মহা আর্ত্তরব!

ভয়ে অঙ্গ হল কাঠ—তব কণ্ঠস্বর
শুনিলাম যেন—"কোথারে প্রাণের ভাই
লক্ষ্মণ! আয় রে ত্বরা বুঝিবা বিপাকে,
ক্রূর রাক্ষসের করে হারাই জীবন!"
চমকিল অন্তরাত্মা,—কালঘাম অঙ্গে
ছুটিল,—শোণিত স্রোত হইল শীতল;
চাহিনু দেবর পানে—হেরি ত্রাস মোর
সস্মিত বদন তাঁর করিনু ঈক্ষণ;
কহিনু বিস্মিত চিতে কাতর অন্তরে;—
অই শুন হে দেবর, অগ্রজ তোমার
রক্ষ মায়া ঘোরে পড়ি ডাকেন তোমায়।
কি হেতু এখন বীর, বিলম্বিছ হেথা?
কেন শীঘ্র ধনু ধরি রাক্ষস অধমে
বধিয়া, রক্ষিতে ভায়ে উঠিছ না রোষে!
অই শুন অই শুন—পুনঃ সেই স্বর
কাঁপিতেছে রুদ্ধ কণ্ঠে! উঠ উঠ ত্বরা
যাও যাও দেখ কোথা অগ্রজ তোমার!
কহিলা বিস্ময়ে চাহি রাঘব অনুজ;—
একি সীতে কেন হেন ব্যগ্রতা প্রকাশ!
যক্ষ রক্ষ নরমাঝে কে আছে এমন
রাঘবে বিপন্ন করে! হয়ো না উতলা!
অন্যের থাকুক কথা; বাসব আপনি

সহ দিকপাল দলে আঁটিতে না পারে
রঘুকুল সিংহ রামে। স্থির হও সতি!
রাঘব রাণীর হেন বিবশা হওয়া
হয় কি উচিত কভু? অগ্রজের আজ্ঞা
অলঙ্ঘ্য গো লক্ষ্মণের। বিশেষতঃ কহ
কেমনে এ ঘোর বনে একাকিনী ফেলি
তোমা, যাইব চলিয়া? নেহারি আমায়
কিবা বলিবেন কহ দাশরথি রথী।'
আবার উঠিল ভাসি সেই আর্ত্তস্বর!—
হায় দেবরের বাক্যে অধীর অন্তর;
কুক্ষণে ভৎর্সিনু তাঁরে আত্মহারা আমি—
'হে দেবর!
কি বলিলে? কাঁপে প্রাণ তব বাক্য শুনি!
অচ্ছেদ্য মোহের ফাঁস ভস্মিতে সংসারে
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ সম তুমি বলী
চিরসঙ্গী শ্রীরামের, হেন দুঃসময়ে
এরূপে ত্যজিলে তাঁরে ফেলি মায়াপাশে?
লক্ষ্মণ!
এমতে দেখালে কিহে ভ্রাতৃভক্তি তব?
সুধার্ম্মিকা পুণ্যশীলা সুমিত্রা শাশুড়ী
তাঁর উপদেশ বুঝি এরূপে পালিলে?
বাক্যেই বিক্রম তব? দম্ভ আস্ফালন

ভৌতিক শিখার মত উত্তাপ বিহীন
কেবলি ধাঁধিতে আঁখি—নিতান্ত অসার ?
ঘোরবনে অগ্রজের হইতে সহায়
দ্বিতীয় ব্রহ্মাস্ত্র সম রাঘবের সাথে
রহিলে, হায়রে এবে বিপত্তি সময়ে
সে তেজ নিভিয়া গেল ? শত্রু করোত্থিত
সংহার অস্ত্রের হায় প্রতিরোধোদ্যত
বীরের আয়ুধ নিজে ভাঙ্গিয়া পড়িল ?
ভীরুতার বাস হেন হৃদয় তোমার
যদি হে সৌমিত্রি ! কেন অরণ্যে আইলে ?
কেন ওরে উর্ম্মিলার অঞ্চল ধরিয়া
রহিলে না অযোধ্যায় ? ভরতের চাটুকার
দল পুষ্ট করে কেন নিদ্রালস সুখে
কাটালে না কাল ? হায় বিপত্তি জনক
নিষ্ফল আয়ুধ সম শুধু ভার হয়ে
কে তোমায় দিব্য দিয়া বলেছিল 'হেথা
আসিতে মোদের সঙ্গে' ? রহ প্রিয় বন্ধু,
স্বজনের আর্ত্তনাদে আবরি শ্রবণ।
বিমাতা হইল যদি প্রাণান্তক বৈরী,
বিমাতৃ তনয় কেন হইবে আপন ?
ভাল ভাল সুখে থাক দেবর লক্ষ্মণ
চলিল অভাগী সীতা স্বামী অন্বেষণে।

রাঘে না নিরখি ভবে রবে না জানকী।
বহ্নি বিনা নহে যথা শিখার অস্তিত্ব,
আকাশ নহিলে বাত থাকে না কোথায়,
হৃদয় নহিলে যথা ভাবের উদয়
তেমতি শ্রীরাম বিনা জানকী না রয়।'
কুক্ষণে আমার বাক্যে অরুণ বরণ
উঠিলা আরক্ত নেত্রে লক্ষণ ধানুকি।
আপাদ মস্তক সেই গউর বরণ
রোষে অগ্নিবর্ণ হ'ল, জ্বলিল বদন।
দীপ শিখা হতে যেন দীপ্ত তৈল বিন্দু
ঝরিল নয়নে অশ্রু, কহিলা অনঘ ;—
সাক্ষী পবিত্রাত্মা যত দেবদেবীগণ,
সাক্ষী বন অধিষ্ঠাত্রী মাতঃ বসুন্ধরা,
সাক্ষী হও ঋষি, মুনি, তপস্বী, সন্ন্যাসী,
সাক্ষী সতী ইষ্টদেবী মহেশ মোহিনী,
নিষ্পাপ সুমিত্রাসুত ; জনক নন্দিনী
যা বলিলা পরীক্ষিয়া নিরখ লক্ষণে!
অলঙ্ঘ্য রামের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে হইল!
ত্রিশূলীর শূল হতে যন্ত্রণা দায়ক
জননীর তিরস্কারে পুত্র অভিমানী
ত্যজিলে মায়েরে, তাহে যেই পাপ স্পর্শে
স্পর্শুক সুমিত্রা সুতে নব শির পাতি ;

তথাপি বিসর্জ্জি সীতা বিজন কাননে
যাইবে সৌমিত্রি—অসহ্য, অসহ্য অহো
মর্ম্মভেদী ব্যথা! রহঁ বন অধিষ্ঠাত্রী
জনক নন্দিনী! কোথা দেব নারায়ণ,
বিষ্ণু চক্রে নভস্তল কর আবরণ;
শূন্য হতে দস্যু কেহ না পশে হেথায়।
মহাকায় দ্রুমদল, ঘন কুঞ্জ রচি
রাখ লুকাইয়া সীতা রামের বনিতা।
বসুন্ধরাধর অহে নাগেন্দ্র বাসুকি
রসাতল রন্ধ্র, দেব, রুদ্ধ করি রাখ,
সীতারে না যায় যেন কেহ গো দংশিয়া!
সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র পশু ক্ষণেকের তরে
হিংসা ত্যজি বৈদেহীর হওগো রক্ষক।
একাকিনী সঁপি সীতা তোমাদের করে
চলিনু কানন ত্যজি; এ মম মিনতি
রামের বনিতা সীতা বিদেহ নন্দিনী,
রাখিও যতনে সবে বলি বার বার?”
এত বলি চাহি বীর অভাগীর পানে
—দেবর সে দিন শুধু হেরিলা আমায়—
কহিলেন ধীরস্বরে;—হের ধরা পৃষ্ঠে
ধনুকের রেখা দিনু, বস এঁর মাঝে,
ইহারে করিলে হেলা পড়িবে বিপাকে!

এত বলি বাঁধি তুণ আস্ফালি কোদণ্ড,
অভিমানে বিঘূর্ণিত রক্ত ছুটী নেত্রে,
চলি গেলা বনপথে কুক্ষণে দেবর।
রোষোচ্ছ্বাসে সকানন টলিল পর্ব্বত,
পদক্ষেপে দুরু দুরু দমকে মেদিনী ;
সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য মম কাঁপিল আতঙ্কে !
তব নামমন্ত্র নাথ জপিয়া জপিয়া,
তোমাদের পথ পানে রহিনু চাহিয়া !
বিলম্বে অধীরা হনু, শঙ্কায় নয়ন
সচঞ্চল, কাননের দূর প্রান্তে প্রান্তে,
প্রতি দ্রুমে, প্রতি শাখে, প্রতি পত্র কুঞ্জে
হেরিতে তোমায় দ্রুত লাগিল ভ্রমিতে !
হেন কালে যোগী এক কৃষাণু সমান,
সুনির্জ্জন বনপথে দিল দরশন।
কুণ্ডলিত জটাজালে সমুন্নত শির
ত্রিপুণ্ড্র ললাটে, কটি বাঘাম্বরে বাঁধা,
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ মেঘের বরণ
জ্বলে আসে রুদ্রচর বিকৃত নয়ন।
কমণ্ডলু করে, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
শিব শিব ব্যোম ব্যোম ঘন রব মুখে।
কুটীর সম্মুখে আসি নিরখি আমারে
গম্ভীর জলদ মন্দ্রে উক্ত মহাযোগী

করি ঘন বেদধ্বনি অশীষি কহিলা ;—
'বৈদেহি ! অতিথি আমি দেহ ভিক্ষা মোরে।
যোগীন্দ্রের আবির্ভাবে নিস্পন্দ কানন,
সিংহ ব্যাঘ্র দূরে গেল, নীরব বিহগ।
যোগীর প্রভাব ভাবি হয়ে ভক্তি যুতা,
কহিলাম করযোড়ে গলবস্ত্রে নত ;—
'হে দেব, এস্থান মোরে ছাড়িতে বারণ !
ক্ষমি দোষ ক্ষণকাল, করুন অপেক্ষা !
গিয়াছেন ভ্রাতৃদ্বয় মৃগয়ার তরে,
এখনি আসিয়া তাঁরা পূজিবেন তোমা !'
উত্তরিল ছদ্মবেশী ;—এতদিনে বুঝি
হইলা স্বধর্ম্ম চ্যুত রঘুরাজবংশ !
অমনি ফিরিল সাধু, হইনু অধীরা।
কুক্ষণে দেবর বাক্য পুনঃ অবহেলি,
যোগীন্দ্রে দানিতে ভিক্ষা হইনু উদ্যত।
হায় দেব, কি কহিব অমনি তপস্বী
ফল সহ মুষ্ঠি মোর করিল ধারণ ;
বাতাহত তরুসম উঠিনু কাঁপিয়া !
ঝুলি হতে তুরী এক বাহির করিয়া
ধ্বনিল—সমুদ্র যেন উঠিল শ্বসিয়া।
অমনি বিচিত্র এক বিমান উদিল
আলোকিয়া বনপথ ! নেত্রের পতাকা

জ্বলে মহীরুহ মাঝে—ধূমপুঞ্জে শিখা।
আকর্ষি আমায় দুষ্ট তুলিল তাহায়।
খগরাজ চঞ্চুমাঝে ভুজঙ্গী যেমতি,
জানকী তেমতি নাথ! রক্ষ গ্রাস হতে
পলাইতে মুহুর্মুহুঃ আয়াসিল কত
কে কবে! হায় রে, কেশরী কবল হতে
কুরঙ্গী নিষ্কৃতি পায়? নিদারুণ রোষে
ভৎর্সিনু কাঁদিনু কত মিনতি করিনু!
হায়—বর্ষাধারে গলে যায় ধরার হৃদয়,
কিন্তু সেই নীরোচ্ছ্বাসে দ্রবে কি পাষাণ!
কঠোর ভৎর্সনা মোর করিয়া শ্রবণ
আচম্বিতে ছদ্মবেশ করিয়া বর্জ্জন
দাঁড়াইলা ভীমমূর্ত্তি দশাস্য দুর্জ্জয়!
উন্নত প্রকাণ্ড দেহ মেঘের মতন
পরশিছে নভস্তল; বিদ্যুতের প্রায়
কনক মুকুট শিরে করে ঝলমল,
নীলগিরি শৃঙ্গে কিম্বা শশাঙ্ক উদয়!
প্রজ্জ্বলিত রক্তবর্ণ যুগল লোচন,
সূর্য্য হুতাশন যেন হয় ঘূর্ণ্যমান।
কহিলা সহাস্যে রক্ষঃ—স্মরলো মৈথিলি,
বিকৃত নরের করে শূর্পনখা মূর্ত্তি;
ভগিনী সে রাবণের যার বাহু পাশে

বদ্ধ অয়ি দিব্যাঙ্গণে এবে শুভক্ষণে।
হাসিতে হাসিতে রোষে উঠিল গর্জ্জিয়া,—
মানব! মানব ক্ষুদ্র! ত্রিলোক নাথের
ভগিনীর নাসাকর্ণ করিল ছেদন?
এত দর্প মনুজের? অধম মণ্ডুক
অনায়াসে কালতুণ্ডে কৈল পদাঘাত?
ভ্রূভঙ্গে কৃতান্ত যার নিমেষে দমিত,
ইন্দ্রকরে ভীমবজ্র হয়রে স্তম্ভিত,
রে মানব! ক্ষুদ্রকীট! লঙ্ঘিলি তাহায়
পতঙ্গ বাড়বানল করিবি-নির্ব্বাণ?
এত বলি ঊর্দ্ধনেত্রে তর্জ্জনী হেলায়ে,
কহিলা আবার রক্ষ ভৈরব আরাবে;—
সাবধান ধরাবাসী মনুজ সন্তান!
হের ধূমকেতু, করি অগ্নি বিকীরণ
অদৃষ্ট গগনে তোর হইল উদয়!
রাবণের রোষানল দেখ্‌রে চৌদিকে!
রাজার তনয় তোরা দুই নর ভাই,
মহারণ্যে পাদচারী রমণী সংহতি।
দেব দৈত্য যার পানে চাহিতে না পারে
কে দিল এমন বুদ্ধি ওরে মূঢ়মতি
রক্ষেন্দ্রের বৈরী হয়ে ভ্রমিতে কান্তার?
তোর দোষে দুঃখ পাবে অখিল সংসার!

লঙ্কা হ'তে বাহুড়িয়া দলিব ভারত।
রাখিব না নরনাগ ভূমণ্ডলে আর!
লঙ্কেশের রুদ্র দর্প করিব প্রচার!
ভূতল ত্যজিল যান, কাননের শিরে
উঠিতে, বিটপী বৃন্দ মোর দুঃখে দুঃখী
হাত বাড়াইয়া মোরে এল কেড়ে নিতে!
ক্রমে বেগে রথবর উর্দ্ধদিকে ধায়,
চতুর্দ্দিকে চারুদৃশ্য দূরদেশ হতে
যেন দ্রুত শেষ দেখা আসিল দেখিতে।
বিজলি গতিতে মেঘে ভাসে ব্যোমযান—
নিম্নে সুবিস্তৃত ধরা, তটিনী, কানন,
হ্রদ, শৈল, এক সঙ্গে ভাতিল নয়নে।
প্রমোদ নিকুঞ্জ সম পঞ্চবটী মাঝে,
হেরিলাম আমাদের সে পর্ণ কুটীর
ধুলায় লুটায়, কভু উর্দ্ধমুখী হয়ে
হাহাকারে হায় যেন করিছে ক্রন্দন!
বায়ুবেগে ধায় রথ দক্ষিণের দিকে।
পর্ব্বত, প্রান্তর, হ্রদ, তটিনী, কানন,
বিপরীতে, নিম্নে, পর্শ্বে, রাক্ষসের ভয়ে
হুড়াহুড়ি মারামারি করি পরস্পরে,
কেহ বা লুকায়ে কেহ লজ্ঘিয়া অপরে
পলাতে লাগিল যেন ত্যজিয়া আগারে,—

ঘন করাঘাত বক্ষে লাগিনু কাঁদিতে ।
আচম্বিতে ঘনাচ্ছন্ন বিঘোর অম্বর
বিদ্যুৎ বিদীর্ণ হৃদে ছাড়িল হুঙ্কার !
কাঁপিল স্যন্দন ত্রস্ত বাজীর আতঙ্কে ।
চমকি হেরিনু ভয়ে;—অচল শিখরে
বিচিত্র দ্যুলোক ব্যাপী ইন্দ্র ধনু পরে
হেলায়ে মেঘের মত বিশাল শরীর
বক্রমুখে নিম্নদৃষ্টি কহিছে সুরেন্দ্র ;—
'সাবধান তস্করেন্দ্র ! কোথায় পালাস্
বস্ত্রমাঝে অগ্নিশিখা করি লুকায়িত ?
কার প্রেম-মণি-রত্ন হরি এবে তুই,
পালাস্ অলক্ষ্যে ? তিষ্ঠ ওরে রাক্ষসেন্দ্র,
লম্পটের শিরোমণি ! অধর্ম্মের ফল
ভুঞ্জাইব রে দুর্ম্মতি, এই দণ্ডে তোরে ।"
গর্জ্জি ঘোর শূল ধরি দাঁড়াইল শূর
গগনে জলদে যেন ইরম্মদ ঝলে ।
হারানু চেতনা ভয়ে—কতক্ষণে যেন
ভূকম্পে দুলিছে ধরা কৈনু অনুভব ।
চতুর্দ্দিকে কাঁপে ক্রম; তুঙ্গ শৃঙ্গ দোলে ।
হেরিনু উন্মীলি আঁখি—দুই কাল মেঘ
ঘোর নাদে করে রণ গগন মণ্ডলে,
ঝল্ ঝলে ক্ষণপ্রভা খসিছে ভূতলে ।

সে বীরের পক্ষ হয়ে কৃতাঞ্জলি করি
আরাধিনু নারায়ণে নাশিতে রাক্ষসে!
ভাবিনু পলায়ে কোন বৃক্ষের আড়ালে
লুকাব, হায়রে ত্রাসে পড়িনু কাঁপিয়া!
আরাধিনু বসুন্ধরে—জঠরে আবার
দানিবারে স্থান অভাগীরে! ইতস্ততঃ
চাহিনু, দেখিতে পাব তোমাদের বনে;
হায় আশা হৃদিমাঝে উঠিল গুমরি!
হেনকালে রক্ষ শরে বিকল সুরেন্দ্র
পড়িল, পর্ব্বত শৃঙ্গ যেন বজ্রাঘাতে!
বাজ পক্ষী পড়ে যথা আমিষ লোলুপ,
তেমতি রাক্ষস পাপী দূরশৃঙ্গ হতে
নামিল ত্বরিতে, কহিলা সহাস্যে দম্ভে;—
দেখলো জটায়ু শূরে গরুড় নন্দনে;
খর্ব্ব বীর গর্ব্ব তার রাবণ বিক্রমে।
অবোধ স্বেচ্ছায় দিল সংগ্রামে জীবন!
লঙ্কেশের গ্রাস হতে উদ্ধারিতে তোমা
যে জন উদ্ধত মতি আপনা পাসরি
আয়াসিবে সীতে, তার হবে এ দুর্দ্দশা।
কহিলা মুমূর্ষু বীর নির্ব্বাপিত প্রায়
জ্বালানল ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসি ঈষৎ;—
'মেঘেই বিদ্যুৎ শোভে হইলে বিচ্যুত

অন্যের হয় সে শুধু নাশের কারণ!
রঘুবংশ হতে সীতা করিলি হরণ—
সীতা নহে, শিখা এবে পুড়িবি পামর!
মহাসিন্ধু ধরে বক্ষে বাড়ব অনল,
সগী তুই সেই অগ্নি করিলি ধারণ,
শাখা পর্ণ দগ্ধ তোর অচিরে হইবে!
ধর্ম্মযুদ্ধে পড়ি আমি যাই স্বর্গপুরে!
ভাব্ দেখি তোর দশা কি হবে এখন!'
এতেক কহিয়া বীর হইলা নীরব।
হেরিলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্বজনে যেমন
কাঁদে প্রাণ; তথা হায় হইনু দুঃখিনী
নিরখি এ ধর্ম্মবীরে নিহত সংগ্রামে!
নিজ পরিচয় দিয়ে বীরেন্দ্র সকাশে
কহিনু দেখিলে তোমা দিতে এ বারতা!
আবার আকর্ষি মোরে ভীষণ স্যন্দনে
উঠিল গগনে রক্ষ, মৈনাকের মত
আবার উড়িল রথ হ্রদ, নদ, গিরি
তুঙ্গ শৃঙ্গ লঙ্ঘি বেগে। ভয়ার্ত্ত হইয়ে
ক্রন্দনে পূরিনু দিক,—হেরিলাম দূরে
গিরিপৃষ্ঠে কতজন রয়েছে বসিয়া।
হাহাকার করি উচ্চে সম্বোধি তাঁদের,
একে একে খরা করি ফেলিনু খুলিয়া

আভরণ অঙ্গ হ'তে প্রান্তরে কাননে।
চলন্ত মেঘের কোলে উড়ন্ত বিহঙ্গে
কহিনু বারতা দিতে শ্রীরাম সমীপে ;
বলিলাম তুঙ্গ শৃঙ্গে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
দেখাতে তস্কর শ্রেষ্ঠে বিমান উপরে।
সম্বোধিনু মেঘরাজে, মর্ম্ম হাহাকার
শুনাতে রাঘবস্থরে, দেবর লক্ষ্মণে
কুবচনী জানকীর কাতর ক্রন্দন !
ডাকিলাম রবি দেবে ভস্মিতে রাক্ষসে
রক্ষিতে বংশের মান রঘুকুল বধূ !
হায় সবে আত্মহারা নিরখি আমায়
চেয়ে র'ল রক্ষঃ ভয়ে বিমূঢ় হইয়ে !
কতক্ষণে আচম্বিতে শুনিনু কল্লোল।
হেরিনু কৃতান্ত যেন ভ্রূকুটী বিক্ষুব্ধ,
সুমুখে শোভিছে সিন্ধু নীলোর্ম্মি মালায় !
ফেণময় দূর দূর অনন্ত সীমায় !
ক্রোধে কাল রুদ্র যেন অট্ট অট্ট হাসে
ঊর্দ্ধে তুলি মহাশূল ভীম জলস্তম্ভ !
সৌর করে ঘন নীল ককমকি দূর
হিল্লোলিত অম্বুনিধি তরঙ্গ সঙ্কুল ;
লক্ষ লক্ষ নাগে যেন ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বসিত
তমোন্ধ পাতাল পুরী মণি ঝলসিত।

ব্যোমযানে সিন্ধু লঙ্ঘি চলিল রাবণ।
অধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠে হেরি বিবর্ণ প্রকৃতি,
গম্ভীর সাগর স্তব্ধ হেরি রাক্ষসেন্দ্রে,
তরঙ্গের ভীম ভঙ্গি মন্দ মন্দ বয়,
রাবণে হেরিয়া বজ্র লুকাল মেঘেতে,
প্রভাহীন বিভাবসু—রাহুগ্রাসে যেন;
মন্দ গতি প্রভঞ্জন সভয়ে কাঁপিল।
দ্যুতি হীন দেবদল হল অন্তর্হিত।
হেন রূপে অসহায়া নিরখি আপনা
হুতাশের আর্ত্তনাদে পূরিয়া অম্বর
কহিনু কঠোর করি ভৎসিয়া পাপীরেঃ—
শূর্পণখা বাক্যে তুই হরিলি আমায়,
শূর্পণখা ভগ্নি নয় কালরাত্রি তোর।
সে নয় রক্তাক্ত মূর্ত্তি ছিন্ন কর্ণ নাসা
উল্কামুখী অলক্ষী সে রাক্ষস নাশিনী!
যত দূর গিয়াছে সে জ্বলিবে দামিনী!
দীর্ঘনখ সমাকুল প্রসৃত দ্বিকর
পঞ্চ যুগ্ম তুণ্ডে সে যে কাল ভুজঙ্গিনী
রাক্ষসের! পারিলি কি বুঝিতে পামর?
শ্রীরামের বাণ সে যে অগ্নি অঙ্গে মাখি
পশিল পুরীতে তোর—জ্বলিবি অচিরে!
দেখ্ অস্তগামী অই সবিতার মত

দম্ভী দর্প, তেজ তোর জলে ধ্বক্ ধ্বক্।
ছাড়্ মোরে দুরাচার, সিন্ধুগর্ভে পশি
নাশি এ জীবন ছার! উপহাসে পাপী
উড়াইল তিরস্কার,—যথা ঊর্দ্ধশিখ
অগ্নির উচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত কটাহ পরে
ক্ষুদ্র বিন্দু নীরোচ্ছ্বাস মিলাইয়া যায়!
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে,
সিন্ধু তীরে ঊর্ম্মিরঙ্গে সারি সারি সারি;
নীল আকাশের কোলে স্বর্ণমেঘ রেখা।
সান্ধ্য রক্ত রাগে যথা লোহিত বরণ
অস্তাচল গুহে নামে জলন্ত তপন,
পাছে পাছে লীন হয় বিচ্ছুরিত রশ্মি
নৈদাঘ সন্ধ্যার স্থির ধূসর আঁধারে;
পশিল পুষ্পক সহ রাক্ষসাধিপতি
স্বর্ণ লঙ্কায়। হায়, আমিও সে সাথে
সুক্ষীণ আশার আলো হরিয়া হৃদয়ে
হইলাম নিমজ্জিত, দুঃখের তিমিরে।
মৈথিলী তোমার নাথ অশোক কাননে
অবরুদ্ধ এবে। মহাকায় দ্রুম দল
নিবিড় মেঘের মত আবরে অম্বর।
দুরন্ত চেড়ীর দল, তাড়কা আকৃতি
শতশত দীর্ঘদন্তা বিলোল রসনা,

যষ্টি হস্তে নিরন্তর করিছে তাড়না।
কভু হুতাশনে জ্বালি নিক্ষেপিতে তায়
দেখাইছে ভয় মোরে। তীব্র বিষধরে
সম্মুখে ছাড়িয়া দেয় দংশিতে আমারে,
ঊর্দ্ধফণা করি আসে মহাকাল ফণী,
ডাকি তায় এ যন্ত্রণা করিতে নির্ব্বাণ;
কিন্তু বুঝি জানকীর সন্তাপে তাপিনী
ফণা গুটাইয়ে ফণী বিবরে লুকায়!
কভু দন্ত কড়মড়ি ঘূর্ণিত লোচনে,
সুরামত্ত চেড়ীবৃন্দ চতুর্দ্দিক হতে,
ঝটিকা সমান আসে তর্জ্জন করিয়া।
কারো করে দীর্ঘ বেত, খড়্গ, খরশাণ
কণ্টকের যষ্টি, কেহ ধরে তীক্ষ্ণবাণ।
ঘুরায়ে সে সব অস্ত্র অস্ফালিয়া শূল
আসে তারা হিংস্র পশু হতে ভয়ঙ্কর!
কুকথা কহিয়া হয় বধিতে উদ্যত।
মেলিয়া বিকট মুখ কামড়িতে চায়,—
ভীমমুষ্টি শির'পরে তোলে বার বার;
কেহ তীব্র উপহাসে করয় প্রহার।
নিষ্ঠুরা রাক্ষসী কোন কেশ আকর্ষিয়া,
উঠায় প্রচণ্ড চড়—নিষ্পেষিতে চায়।
নাথ! জানকী তোমার শুধু তব আশে

আজিও রেখেছে প্রাণ! দুষ্ট দশানন
প্রতিনিশা আসি কহে কুকথা কতই,
সরমে ঘৃণায় মরি! বৈদেহীর নাথ!
রুক্ষ রক্ষ রক্ষ আসি—কাল ফণী চেয়ে
লক্ষ গুণে পীড়াকর রক্ষগ্রাস হতে!
ফলজল রাক্ষসের অস্পৃশ্য আমার—
অনাহারে শোকদগ্ধ ক্ষীণ শীর্ণ কায়ে,
দিন দিন মৃত্যুমুখে আছিনু পড়িতে,
দেব কুল রাজ ইন্দ্র দত্ত সুধা পিয়ে
আছে এ জীবন শুষ্ক দেহে বিজড়িত;—
প্রখর নৈদাঘ সূর্য্যে বর্ষাধারা বিনা,
কূপোদকে সিক্ত শস্য নিস্তেজ যেমন!
রাম দরশন বিনা অমৃত কি আর
আছে জানকীর বল অহে দয়াময়!
বাসবের সুধা প্রভু, বহুদিন আর
নারিবে রক্ষিতে প্রাণ সীতার তোমার।
এ স্বর্ণ লঙ্কাপুরী রাক্ষস ঐশ্বর্য্য
মনে হয় প্রেতপুরী রৌরব শিখায়
আলোকিত— পূর্ণ সদা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে।
আহা!
রামরূপ জানকীর জীবন আধার,
তাই বুঝি কারাগার ধাতার দয়ায়

শ্যাম শোভা বন মাঝে হইল সীতার।
উপরে নিবিড় ঘন অশোকের কুঞ্জ,
শ্যাম রূপে ভরে যাঁয় হেরিলে ক্ষুতল,
কাঁদিয়া লুটায়ে পড়ি নব দুর্ব্বাপরে,—
আসারে সিঞ্চিয়া তারে করিগো সতেজ!
উজলি ব্রহ্মাণ্ড যবে উদেন মার্ত্তণ্ড,
পত্র অবসরে হেরি জ্যোতির্ম্ময় ছবি,
চক্ষু মুদি নমি তব বীরত্ব প্রভায়!
ভাবি বুঝি তেজঃ তব অন্বেষিতে সীতা,
তিমির ভেদিয়া হেথা করিছে প্রবেশ!
ভাসিলে সুনীল নভে পূর্ণিমার ইন্দু,
তোমার সুস্নিগ্ধ প্রেম করি অনুভব!
মনে হয় আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী হতে—
প্রেরিলা সহাস্য ভাব তুষিতে দাসীরে!
সীতার জুড়াতে জ্বালা তব কণ্ঠ স্বরে,
কুলু কুলু রবে অই নির্ঝরিণী ঝরে!
শুনি তব সুধামাখা সুগম্ভীর স্বরে,
মনোহর প্রেমালাপ বৈদেহী রঞ্জন!
টলিলে উল্কা কোন রোষরক্ত আঁখি
হেরি তব, তপ্ত অশ্রু দীপ্ত শিখা তার
উদ্ভাসিছে রক্ষপুরী! ছুটিলে বজ্র
ভাবি তব অগ্নিবাণ পশে লঙ্কাপুরে!

অনল স্ফুলিঙ্গময় হেরি ধূমকেতু,
ভীষণ ভ্রূকুটী তব রাক্ষস সংহারে
ভাবি এ কর্ব্বুরপুরে হয়েছে উদয়!
হেন মতে আট মাস হইল বিগত,
তথাপি উদ্দেশ তব কিছু না পাইনু।
নিত্য রাক্ষসের শত সহস্র পীড়নে
হতাশে হইনু ভগ্ন, ভাবিনু অন্তরে
কামরূপী নিশাচর ইন্দ্রজালে ছলি,
তোমার (ও) জীবন হায় করেছে সংহার!
শোণিত শীতল হ'ল—অসাড় হৃদয়,
জীর্ণ দেহ দিতেছিনু যমে উপহার!
হেনকালে হেরিলাম বৈশ্বানর রূপী
তব অনুচরে বীর পবন নন্দনে!
অশোকের বৃক্ষশাখে তাঁহার বদনে
শুনিলাম রাম নাম! সে অমৃত স্বরে
রক্ষনাথ বিষবাক্যে সদ্য দগ্ধ হিয়া,
সঞ্জীবিতা জানকীর হইয়া উঠিল।
নিদাঘের সুপ্রখর মধ্যাহ্ন কিরণে
মুমূর্ষু লতিকা যথা সায়াহ্ন সমীরে
দাঁড়ায় সতেজ হয়ে, তেমতি জানকী
রামনাম শুনি দ্রুত উঠিয়া বসিল!
চাহিলাম ঊর্দ্ধপানে হেরিলাম বসি

বৃক্ষশাখে রুদ্রোপম বীর একজন।
আমারে নিরখি তিনি রাম রাম বলি
নমিলেন বারবার, বুঝিলাম মনে
আশুগতি মনোরথ রূপী তিনি তব;
কাঁদিনু আনন্দে!
তেজে তাঁর লঙ্কেশের
প্রতাপ হয়েছে খর্ব্ব ভস্ম প্রায় বীর্য্য!
প্রভু!
অঙ্গুরীয় ধরিয়াছি শিরে, খুলি শিরোমণি
সঁপিলাম বায়ুসুতে অভিজ্ঞান মম।
দাসী তব একান্তই পদলগ্ন রেণু,
ধুইয়া ফেলনা তারে বিস্মৃতির জলে!
তব তেজোদ্ভুত শিখা মাসেকের মাঝে,
না হেরিলে, হতাশায় রাক্ষস পীড়নে
হইবে জীবন-হারা জানকী তোমার!!

শ্রীমতী—

শ্রীমানের প্রতি।

[কোন প্রকৃত পত্রের মর্ম্মানুসারে বিরচিত]

হৃদয়ের জ্বালাময়ী বাসনার শিখা
মোহময় উজল বিভায়,
লুকায় হৃদয় মাঝে মৃত্যু বিভীষিকা
রমণী পতঙ্গ দহে তায়।
বিহ্বল সোদর স্নেহে হরষিত চিত্তে,
অভাগিনী খুলিল লিখন,
হায়, একি! ঘৃণারাশি পড়িতে পড়িতে
দপ্ করে জ্বলিল ভীষণ!
ভ্রাতঃ, তোমার অন্তরে কলুষ তিয়াষ
কেন বল হইল উদ্গম?
সঞ্চারি জ্ঞানাম্বুনিধি বুদ্ধির বিকাশ
এইরূপে করিছ কি লয়?
অমৃতের ধারাসম, স্নেহের বচনে
যবে ভাই জুড়াতাম প্রাণ,
সেইক্ষণে তবে প্রাণে, বাঁশরী স্বননে
বেজেছিল প্রেমের সুতান?

জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ গরিমা ছটায়
ও বদনীরঞ্জিত যখন,
প্রেমের রক্তিম আভা, জ্বলিত কি তায় ?
সে কি তবে প্রেম আলাপন ?
সরল চাহনি তব ঢালিত যখন
সুধাময় স্নেহের নির্ঝর,
প্রেমের নিগূঢ় ভাব হায় কি কখন
আঁখি কোণে তুলিত লহর ?
অনন্ত উদার প্রাণ—মহত্ত্বের খনি
দেবত্বের পূত রঙ্গভূমি
জ্ঞানের কল্পতরু সাধু শিরোমণি
তেজস্বিনী সুনীতি তরুণী,
মূর্ত্তিমান গুণরাশি, হেরিয়া তোমায়
হৃদয়ের ভক্তির সায়র,
উথলিয়া উছলিয়া ও চরণ হায়
প্রক্ষালিয়া ধাইল সত্বর।
ভগিনীর বিমলিন স্নেহের লহরে
সেচিলাম তোমার পরাণ,
প্রাণাধিক সোদরের মূর্ত্তি শশধরে
আলোকিনু হৃদয় বিতান।
কিন্তু হায়—
অভাগীর ভাগ্যদোষে সুধার সাগরে

গরলের তরঙ্গ ছুটিল!
বিধৌত চন্দ্রিকা জালে আকাশ উজ্জ্বর
সুনিবিড় জলদ উড়িল।
নিরমল স্বচ্ছ স্নেহ কলুষ নয়নে
নিরখিলে কালিমা বরণ?
কলুষ কুচিন্তা ওকি রঞ্জিছে বদনে?
রৌরবের ঘৃণিত দহন!
উঃ—
পিশাচ-পিশাচ মূর্ত্তি! কেন দেখি আব!
নিশাচর বিকট বদন
করিয়া ব্যাদান ওকি গ্রাসিতে সংসার,
করিতেছে উন্মত্ত নর্ত্তন?
দূর্ হরে দূর হরে কর্ পলায়ন
দেখাস্না বদন তুহার!
সতীর নয়নে জ্বলে প্রখর তপন,
এখুনি যে হইবি অঙ্গার!
এ নহে পঙ্কজ আঁখি কটাক্ষ সবল,—
পন্নগের জিহ্বি লক্ লক্!
নহে এ রূপের রাশি—জোছনা তরল,—
বজ্র শিখা জলে ধ্বক্ ধ্বক্!
সতীর অমূল্য ধর্ম্ম করিতে রক্ষণ
পুড় বিশ্ব প্রলয় অনলে।

চূর্ণ হও গ্রহ তারা! শশাঙ্ক তপন
নিভে যাও প্লাবন হিল্লোলে!
জ্বলন্ত চিতার বক্ষে নির্ম্মম অন্তরে
ভস্মরাশি করিয়া তোমায়,
ভাইরে, তোমার তরে হায় চিরতরে—
ভাসিব গো আঁখির ধারায়;
তথাপি তথাপি জেন, পাপ অভিলাষ
হৃদয়েতে করিয়া ধারণ,
পারিব না নিভাইতে, পাশব তিয়াষ
নরকাগ্নি ভীষণ দহন!
হৃদয় নিবাসী মম, ওই হৃদয়েশ
হৃদয়েতে ধরেছি চরণ,
ধিয়ানে করিয়া ধ্যান, পূজিছি প্রাণেশ
শতদল উপহার মন!
সে মহাপুরুষ বিনা, অন্য কেহ আর
সুনির্ম্মল হৃদয় প্রদেশ,
মধুর প্রণয় ভাষে, ঐশ্বর্য্যের ভারে
পারিবে না করিতে প্রবেশ!
পুরুষ পাষাণ প্রাণ, সকলেতে বলে
প্রবৃত্তির খর স্রোতে হায়,
বালির বাঁধন কিন্তু বাতাসেতে টলে,
লালসার চালনায় ধায়!

কিন্তু রমণী ;—

কলুষ বিশিখ স্রোত অভেদ্য উরস
সতীত্বের কবচে আবরি,
কলুষ তরঙ্গ তার ভীষণ উচ্ছ্বাস
নিবারয় অঙ্গুলি সঞ্চারি।
আশার অজেয় সিন্ধু তরঙ্গ দুর্ব্বারে,
অনন্তের অন্তে প্রবাহিত,
ইচ্ছিলে রমণী তায় অগস্ত্য হুঙ্কারে
হৃদয়েতে করে সমাহিত!
নয়ন রঞ্জন হায়, বিলাস কাঞ্চন
সুবিচিত্র ইন্দ্রধনু প্রায়,
ক্ষণস্থায়ী ভোগলীলা, রমণী নয়ন
অপাঙ্গেও কভু নাহি চায়!
নাহি ভুলে রমণীর পবিত্র হৃদয়
রূপময় বিজলী ঝলকে,
জগতের প্রলোভন, দূরে পড়ি রয়
পদাঘাতে কলুষ থমকে!

এখনও—

অন্তঃশীলা সরস্বতী স্রোতস্বতী প্রায়
নিরমল ভ্রাতৃস্নেহ ধার,
প্রবাহিত এ হৃদয়ে তব লাগি হায়,
পূত নেত্রে হের একবার।

অপূর্ব্ব এ স্বর্গ স্নেহ ত্রিদিব বন্ধন
রাখিবারে যদি কর আশ,
মুছে ফেল হৃদয়ের কালিমা অঙ্কন
হেরি পুণ্য আলোক বিকাশ।

রাণা রাজসিংহ—

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রতি।

[হিন্দুস্থানের রাজগণের সহিত নানা যুদ্ধ ব্যাপারে নিরন্তর লিপ্ত থাকায় দিল্লীর কোষাগার শূন্যপ্রায় হইলে যবন সম্রাট ঔরঙ্গজেব হিন্দুস্থানের উপর "জেজেয়া" নামক এক কর বসাইলেন। উহা কেবল হিন্দুকেই দিতে হইত। ঐ করভারে সমগ্র ভারত প্রপীড়িত হইয়া উঠিলে মিবারের মহাপুরুষ রাণা রাজসিংহ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]*

চরণ-রাজীবে নমি সর্ব্ব মঙ্গলার
অখিল ভুবন পাল সাহান্ সাহার

---

* মহারাণা রাজসিংহ যে পত্রখানি ঔরঙ্গজেব সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মহাত্মা টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া উপরোক্ত কবিতা বিরচিত হইল। ইহাতে সেই লিপির মর্ম্ম যথাযথ রক্ষা বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। যে পত্রিকাখানিকে বিশ্ব-প্রেমিকতা, মানবহিতৈষণা ও উদার নীতির জ্বলন্ত উদাহরণ বলা যাইতে পারে, এ সুবিশাল মানব সংসারে যাহার মত আর একখানি পত্রিকা অন্য কাহারও লেখনী হইতে আর কখনও বিনির্গত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই অনুপম লিপির একটী ক্ষীণ প্রতিবিম্ব ফুটাইতে আমার এই সামান্য কবিতার অবতারণা। বীরশ্রেষ্ঠ রাজসিংহের উক্ত পত্র সম্বন্ধে রাজস্থানের অপক্ষপাত ইতিহাসবেত্তা মহানুভব টড্ নিজের মন্তব্য এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"The Rana remonstrated by letter, in the name of the

শুভ জয় উচ্চারণ করি বারবার!
নরনাথ! ভারতের রাজ রাজেশ্বর!
প্রকৃতি রঞ্জন রামচন্দ্রের আদেশে
এ অধীন ভবদীয় মঙ্গল ইচ্ছায়
সংসারের পশুপক্ষী মানবের আর
হিতার্থে হয়েছে বাধ্য কর্ত্তব্য পালনে।
নিবেদিতে সাম্রাজ্যের স্বরূত সংবাদ
হে সম্রাট!
আসিয়াছে ক্ষুদ্র প্রজা সকাশে তোমার!
দিল্লীশ্বর! শুনিলাম অধীনের প্রতি
প্রতিকূল আচরণে মহা ধনাগার
হইয়াছে শূন্য প্রায়, তাই আসিছ
স্থাপিয়া নূতন কর, ক্ষীণ কোষাগার
করিবারে স্ফীত। জুলাইতে সর্ব্বগ্রাসী
সমরের ব্যয়, দেশব্যাপী দারিদ্র্যের
প্রবর্ত্তন হেতুভূত নবীন উপায়

---

nation of which he was the head, in a style of such uncompromising dignity, such lofty yet temperate resolve, so much of soul-stirring rebuke mingled with a boundless and tolerating benevolence, such elevating excess of the Divinity with such pure philanthropy, that it may challenge competition with any epistolary production of any age, clime or condition."

অন্ত করেছ সৃজন।

ভারত ঈশ্বর !'

এ সংবাদে বজ্রাহত বিমূঢ়ের মত
হইনু স্তম্ভিত ; ভাবিলাম মানবের
ভাগ্যচক্র, ধনমান ন্যস্ত যার করে,
তাঁহার এ কাজ সম্ভবে কখন ! কিম্বা
মানব ভ্রান্তির বশ ; ভ্রম মায়া মুগ্ধ
হয়েন ত্রিকালদর্শী ঋষিরাও কভু ;
এ নহে বিচিত্র ইহা ভ্রান্তির বিলাস,
বুঝালে হইতে পারে এ ভ্রম নিরাস !
বিংশ কোটী মানবের পালক যে জন
সে জন নিঠুর নয় ; তাহার হৃদয়
নির্ম্মমতা রঙ্গভূমি নহেক নিশ্চয় !

ধর্ম্ম বীরোৎসাহে পূর্ণ বাবর সুমতি
ছিলেন এ নরলোকে দেব বীর্য্যমান্ ।
স্বজাতি-বিদ্বেষী ক্রুর হিন্দুরে দণ্ডিয়া
তাই সে বিখ্যাত বীর পারিলা স্থাপিতে
ভারত ভূখণ্ডে এই সাম্রাজ্য বিশাল।
দীপতেজে প্রজ্বলিত দীপকের ছটা,
হয় যথা দূর-ব্যাপী মহা জ্যোতির্ম্ময়,
তেমতি বাবর বংশে জন্মিলা ধীমান
মহামতি আকবর—মোগল গৌরব।

অসীম গাম্ভীর্য্যে তাঁর পবিত্র প্রতাপে,
মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ বীর্য্য হইল ভারতে।
প্রদীপ্ত প্রতিভা তাঁর উদ্ভাসিয়া ধরা
উঠিল গগন পথে, ত্যায় ঈর্ষা তলে
হিন্দু মুসল্‌মান নত হইল ভক্তিতে,
আসমুদ্র হিমাচল লুটাল চরণে।
দয়াল ঈশার ভক্ত অথবা মুসাঁর,
মহম্মদ-সেবী কিম্বা বুদ্ধ উপাসক,
নাস্তিক, আস্তিক, যোগী, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ
তাঁহার উদার শান্ত মহান্ প্রতাপ
ভুঞ্জিত পরম সুখে সবে সমভাগে।
সবার পালক পিতা, সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়
ছিলেন সে মহাজ্ঞানী রাজর্ষি শেখর।
ভক্তিতে বিহ্বল যত ভারত-নিবাসী
গাইল সুকীর্ত্তি তাঁর; লক্ষ কোটী কণ্ঠে
উঠিল আনন্দ গাথা জগদ্‌গুরু গান!
শান্তির অগাধ সিন্ধু আন্দোলি সে তান
স্পর্শিল হিমাদ্রি চূড়া ভেদিল বিমান।
কাটি বক্ষ রাজভক্ত হিন্দু প্রজাগণ
ভক্তির মন্দিরে তাঁয় করিল স্থাপন
দেখাল জগতে সত্য নৃপ নিদর্শন!
আদর্শ রাজেন্দ্র কীর্ত্তি-করিল কীর্ত্তন!

তনয় জগতজয়ী জাহাঙ্গীর তাঁর,
শুভক্ষণে বিভূষিত বিশ্বজয়ী নামে,
মৈত্র্যভাবে এ ভারত করিলেন বশ,
অর্জ্জিলেন নররাজ্য ঐশ্বর্য্য পৌরুষ।
বিশ্বজয়ী পুত্র পুনঃ বিশ্বের সম্রাট
সাজাহান বসিলেন অতুল আসনে,
কার্ত্তিকেয় সমরূপে বীরত্বে শোভায়।
রসান রঞ্জনে যথা সুবর্ণ বরণ,
কমলার বরপুত্র নৃপ আবির্ভাবে
উজ্জ্বল বাবর বংশ হইল তেমন।
হৃদয়ের পুণ্যভাতি নিরুপম তাঁর
প্রকাশিল জ্যোতির্ম্ময় মনোহর তাজ।
রোপিলা কালের বক্ষে ঐশ্বর্য্য নিশান—
সপ্তকোটী সুবর্ণের সুষমা উচ্ছ্বাস।
পঞ্চশত লক্ষ স্বর্ণে শিখিপুচ্ছাসন
ঝলসে মানব নেত্র উল্কার মতন।
আর কত সংখ্যাতীত স্বর্ণে সুরঞ্জিলা
মোহন প্রাসাদ শত শশাঙ্ক লাঞ্ছন,
চন্দ্রসূর্য্যকান্ত মণি দানিলা কতই ;—
কে করে গণনা তার! ইন্দ্রের ভবন
লাজ পায় হেরি তাঁর নগরী রতন।
অসীম ঐশ্বর্য্যে তাঁর চকিত জগত।

কিন্তু কেহ নবোদ্ভূত কর প্রপীড়িত
কঠোর কঙ্কালময় নর প্রেতমূর্ত্তি
দেখিল না, শুনিল না দারিদ্র্য হুঙ্কার,
শোণিত শোষণ দাহে ঘোর আর্ত্তনাদ !
হেন ধর্ম্মপরায়ণ প্রজার সবল
ছিলেন বলিয়া তব পিতৃ পিতামহ
সংখ্যাতীত নরশীর্ষে পাইলেন স্থান,
অগণিত নরেন্দ্রের প্রতাপ খর্ব্বিয়া
গাড়িলা ভারতবক্ষে মোগল রাজ্যের
সুদৃঢ় গভীর ভিত্তি। অত্যুন্নত ভাগ্যে
মোগলের রাজলক্ষ্মী পড়িলেন বাঁধা !
সুধার্ম্মিক পিতৃগণ রাজেন্দ্র, তোমার
ন্যায় দণ্ডে ভর করি বাড়াতেন পদ ;
অমনি তিমির নাশি দিগন্ত উদ্ভাসি
অরুণ তপন সম জয়শ্রী তাঁদের
ধন্য ধন্য মহারবে ভুবন ভরিত।
নিত্য নব জয়ার্জ্জনে প্রতাপের স্রোত,
শীতলি প্রাণীর তাপ, সিক্তিয়া ধরণী,
হাসায়ে নিকুঞ্জ রাজি, মিষ্ট কলরবে
মোহিয়া তৃষিতে বহিত প্রখর বেগে।
কিন্তু সেই স্রোতোচ্ছ্বাস প্রতিরুদ্ধ করি
দাঁড়ালে দাম্ভিক কোন, তরঙ্গ সলিল

ভীম বজ্র বেগ ধরি উঠিত গরজি ;
ঘূর্ণাবর্ত্ত শত সিন্ধু সম বারি রাশি
উঠিত ভীষণ ভাবে, মকর কুম্ভীর—
সমরের হিংস্র রোষ মত্ততা ভীষণ—
লজ্ঘিয়া চূড়াগ্র তার বহিত প্রবাহে ;
অটল অচল বলী বিপক্ষের বীর্য্য
নিমেষে লইয়া যেত অকূলে ভাসায়ে।
কিন্তু নাহি চূর্ণ করি, নিষ্পেষিতা তায়,—
টলায়ে স্বপদ হ'তে স্থাপিয়া সৈকতে
পুনঃ শান্তনীরে চুম্বি তুষিতা তাহায় ;
জেতার উদারভাবে মজিত বিজিত !
পিতৃ পিতামহগণ হেন মতে তব
মৈত্রীভাবে শাসিতেন বিশাল ভারত।
সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ জগত পিতার
সৃষ্ট নীর শস্যে যথা কৃতজ্ঞ আস্তিক
কৃতঘ্ন নাস্তিক আর, উভয়ে সমান
হয়েন পালিত স্নেহে বর্দ্ধিত উৎসাহে ;
তাঁদের আশ্রয়ে তথা উদার ব্যাভারে,
হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টিয়ান
সম প্রীতি ন্যায় সূত্রে হইয়া গ্রথিত,
বঞ্চিতা সুখের রাজ্যে, সভক্তি আশীস
স্ফুরিত সবার মুখে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে ;

কি এক শান্তির শোভা ভাসিত ভারতে!
কিন্তু আর সেই দিন নাহিক ভারতে!
অশান্তি-ঝটিকা এবে মাতিয়া দুর্যোগে
ছুটিছে প্রেতের মত উন্মাদি সংসার;
হাহাকার আর্ত্তনাদ শোকের উচ্ছ্বাস
করিয়াছে তমোময় ভারত আকাশ!
সাহনসা! জান তুমি তব পূর্ব্বকালে
নিত্য নবরাজ্য স্রোতে স্ফীত হ'য়ে সদা
মোগল সাম্রাজ্য-সিন্ধু, আপন বিক্রমে
উছলিত, উথলিত; কিন্তু ভাব এবে
কেন নিত্য সেই সিন্ধু যাইছে শুকায়ে;
কেন বল মোগলের সাম্রাজ্য হইতে
নিত্য হেন রাজ্য অংশ হইছে বিচ্ছিন্ন?
স্থির পৃথ্বী সম মোগল অদৃষ্টবক্ষে
বিনিহিত ভিত্তি যার অচল প্রতিম,
শত অক্ষৌহিনীরূপী ইষ্টক পাষাণে
গ্রথিত বজ্রের মত শত্রুর শোণিতে
অদ্রিসম প্রসারিত দেউল যাহার,
অসীম রণ কৌশলে বিনির্ম্মিত যার
অশনি অভেদ্য ছাদ, প্রতাপের চূড়া
ঠেকেছে সদর্পে ঊর্দ্ধে গগন মণ্ডলে;
ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য যার অতুল সুষমা

মোগল সম্রাট সূর্য্য মধ্যাহ্ন কিরণে
ঝক্‌ঝকে ছাড়ে ছটা উদ্ভাসি অম্বর ;
সে ভীম প্রাসাদ আজি কি নব প্রমাদে
দুইতেছে বিকম্পিত বল ভারতেশ !
কি দৈব উৎপাতে কহ, হিমাচল সম
সে প্রাসাদ অঙ্গ হ'তে এক এক করি
খসিছে পাষাণ খণ্ড ? কিসের কারণে
জগতে অতুল হেন চারু অট্টালিকা
হইছে বিকৃত ক্রমে ? ভেবেছ কি কভু
কেন হেন হয় নিত্য অশুভ সম্পাত ?
রাজেন্দ্র ! যাহার বক্ষে এ বিশাল হর্ম্ম্য
দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে, সেই বসুন্ধরা নিজে
গর্ভস্থ হুতাশ তেজে উঠিছে কাঁপিয়া ;
তাই কাঁপে ব্যোম-ভেদী ওই তুঙ্গশৃঙ্গ,
নতুবা টলায় কেবা মহা হিমাচলে ?
সাহানসা! হৃদয়ের অবিশ্বাস দাহে
বিচলিত নিজে তুমি, তব বক্ষঃস্থিত
এ মহান রাজ্য তাই করে টলমল,
নতুবা মোগল দম্ভ নহে হলিবার।
দেখ চেয়ে নরপাল—প্রজার জীবন !
বিভীষণ দৃশ্য পূর্ণ সাম্রাজ্য তোমার !
হত্যা—হত্যা—নরহত্যা—প্রজার সংশয়

ব্যাদান করিয়া কোটী করাল বদন
উন্মাদিনী ঝঞ্ঝা মত ছুটিছে চীৎকারি!
বিঘ্ন ও বিপদ রাশি কাল মেঘ সম
হইতেছে ঘনীভূত, দৈন্য ও দারিদ্র্য
ধরিয়াছে কিবা সর্ব্ব দমন মুরতি!
রাজ্যেশ্বর, রাজপুত্র, সামন্ত, সর্দ্দার,
করাল কবলে তার নিষ্পিষ্ট যখন,
তাব কিবা দারিদ্র্যের দারুণ দুর্দ্দশা!
দেখ ওই ধরাখান করি সরাজ্ঞান
অত্যাচার করে ধরি খড়্গ খরশান,
খল খল অট্টহাসে দড় বড়ি ধায়!
জবা সম রক্ত আঁখি দন্ত কড় মড়
ভীষণ ভ্রূকুটী রাজে নির্ম্মমতা বশে,
রুষ্ট সজারুর মত কুলিশ কঠোর
উত্থিত কণ্টক তীক্ষ্ণ রোমাবলী অঙ্গে,
দন্ত যেন বৃশ্চিকের দাড়া সারি সারি
ওষ্ঠের বাহিরে নড়ে কুক্ষি বিদারণ।
প্রধাবিতে ধরাবক্ষ চরণ নখর
লাঙ্গল সমান চষে, রসাল কানন
উপাড়িয়া কর নখে দীর্ণ করি দূরে
করিছে নিক্ষেপ, শত নর দেহ হ'তে
সদ্য তুলি কাঁচা চর্ম্ম বেঁধেছে কটিতে,

যত দূর চলে রক্ত পড়িছে ছড়ায়ে।
প্রতি রোমকূপ হ'তে মার মার রব
হইতেছে বিনির্গত, প্রতিধ্বনি রবে
আহতের আর্ত্তনাদে কাঁদে দিগঙ্গনা!
দেখ দেখ কি ভীষণ হত্যাকাণ্ডে ধরা
হইছে পূর্ণিত, কিবা করুণার রোল!
ওঃ—দয়ার দুয়ার পরে পড়েছে অর্গল!!
কোথা বৃদ্ধ তপস্বীর জীর্ণ দেহ পরে
ধর্ম্মান্ধ যবন করে দারুণ প্রহার,
কোথা ক্ষীণ ব্রাহ্মণের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি
নিষ্ঠুর বিধর্ম্মী দৈত্য দাঁড়ায়ে অদূরে,
উল্লাসে বিকট দন্ত করিছে বাহির;
অমূল্য সতীত্ব রত্ন হারায়ে কোথায়
আলুথালু কুলবালা ধরণী লোটায়,
অদূরে আবদ্ধ পতি ডাকে নারায়ণে,—
নিষ্ঠুর পিশাচ পার্শ্বে হাসে খল খল!
প্রাণের পুত্তলি শিশু ছিন্ন করি বলে
জননীর কোল হ'তে মারিছে আছাড়,—
রক্ত বর্ণ মাংস পিণ্ড হেরিয়া বাছার
বৎস-হারা গাভী হৃদি করিছে বিদার!
কোথা ধূ ধূ অগ্নি শিখা লক্ষ্মীমন্ত বাসে
কালাগ্নি তরঙ্গ মত জড়ায়ে ঝঞ্ঝায়,

হুহু শব্দে শূন্য পথে হইছে উড্ডীন ;
দগ্ধ দেহ প্রাণী তার মৃত্তিকা কামড়ি
ছাড়িছে চীৎকার। সেই আর্ত্তনাদে
বিচলিত নাগপুরী ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস!
চূর্ণ হিন্দু দেব দেবী, তীর্থ ধাম যত,
গোরক্ত কর্দ্দমে লিপ্ত, ব্রাহ্মণের রক্তে,
জাহ্নবী বহিয়া যায় বৈতরণী স্রোতে!
দীন হীন হিন্দুগণ—অবলম্ব-হীন,
নিঃসম্বল ব্যবসায়ী, ক্ষুধা-ক্লিষ্ট প্রজা,
অসন্তুষ্ট সৈন্যদল, রুষ্ট রাজকুল—
নিত্য নব নব দোষে নূতন কলঙ্কে
দংশিতে উন্মুখ সবে মোগল সাম্রাজ্য।
প্রচণ্ড অনলে যথা অট্টালিকা অঙ্গে
পরস্পর প্রতিঘাতে ইষ্টক পাষাণ
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে—অধিক কি কব
সাম্রাজ্য প্রাকার তব গ্রথিত যাহায়—
সেই মুসলমানগণ (ও) এবে অসন্তুষ্ট
তব প্রতি, নিত্য কঠোর ব্যাভারে তব
যে জাতির কণ্ঠে বসি দুর্ভিক্ষ রাক্ষস
করাঘাত করি বক্ষে বিদারি হৃদয়
ছাড়িতেছে হুহুঙ্কার, নিত্য নিরশনে
প্রেতের কঙ্কাল ছায়া সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া

পড়েছে যাদের, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সদা
কট্ কট্ শব্দ হয় নড়িলে ঈষৎ,
পঞ্জরে হাড়ের বাদ্য শুনিলে যাদের
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ লোমহর্ষ হয়,—
অস্থিসার তাহাদের শুষ্ক ক্ষীণ অঙ্গে,
অস্থি আবরণ শুধু শুষ্ক চর্ম্ম পরে
জলৌকা সমান বসি শোষয় শোণিত
যেবা, দুর্ব্বহ করের ভারে অস্থি মজ্জা
নিষ্পেষিয়া লয় প্রাণ মুমূর্ষু প্রজার,
সে রাজার রাজৈশ্বর্য্য সম্ভ্রম মর্য্যাদা
কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? শুন নরপাল!—
কোটী কোটী প্রজা তব কি বলিছে ওই,
পূর্ব্ব প্রান্ত হ'তে দূর পশ্চিম পর্য্যন্ত,
উত্তরে হিমাদ্রি হ'তে নীলোর্ম্মি অবধি,
বজ্র রবে বলিতেছে ভারত-নিবাসী—
শান্তির আবাস বনে, তপস্বী আশ্রমে
আরঙ্গের রিক্ত কর হ'বে প্রসারিত!
নির্জ্জন দুর্গম ঘোর যোগীর কন্দরে,
প্রচণ্ড প্রতাপ তাঁর হইবে বিকীর্ণ!
নিঃসম্বল বৈরাগীর ছিন্ন ঝুলি মাঝে,
সম্রাটের লুব্ধ মুষ্টি হইবে প্রবিষ্ট!
দয়া ধর্ম্ম বিবর্জ্জিয়া ঘোর স্বার্থপর

তৈমুর বংশের মান মর্য্যাদা উপেক্ষি
পবন অশন-রূপ সন্ন্যাসীর অঙ্গে
বসাবে শোণিতপায়ী শার্দ্দুলের দন্ত।
ঐশী ভাবাপন্ন বলি যেই গ্রন্থাবলী
প্রসিদ্ধ জগতীতলে, যাঁদের আদেশ
প্রাকৃতিক নীতি সম মানব সমাজ
পালিছে, দানিছে নিত্য ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি;
মানব নিয়ন্তা সেই গ্রন্থাবলী প্রতি
মহিমান্বিতের যদি থাকয়ে বিশ্বাস,
তা হলে তৎপাঠে জ্ঞাত হ'বেন নিশ্চয়—
নিখিল মানব কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান;
সমগ্র নৃসমাজের একই ঈশ্বর।
তিনি—
মুসলমানের(ই) শুধু নহেন বিধাতা।
মহেশ্বর খোদা আল্লা একেরই আখ্যান!
একেরই ব্রহ্মাণ্ড এই অনন্ত মহান্!
ইস্‌লাম ধর্ম্মাচারী, পৌত্তলিক আর
সকলি সমান অংশী করুণার তাঁর!
তাঁর সৃষ্টি বর্ণ ভেদ, নিখিল প্রাণীর
তিনিই জীবন-দাতা—বিধাতা মুক্তির!
মণিমুক্তা বিমণ্ডিত মস্‌জিদের মাঝে
যেই ভক্তি উপহার দেহ সপ্তবার,

উচ্চ চূড় পাষাণের মন্দির ভিতরে
যেই পূজা অর্চনাদি হয় তিন বার,
সকলি সে অদ্বিতীয় গুরুর উদ্দেশে।
কোরাণের মহা বাক্য, বেদের সঙ্গীত,
সকলি সে জগদাদি নিত্য সনাতন,
ঈশ্বরের মহাদেশ প্রস্ফুট ভাষায়!
সমগ্র পৃথিবী বাসী মানবের মাঝে,
মুসল্‌মান শুধু তাঁর নহে আপনার;
মুসল্‌মান-ভক্ষ্য করি হিন্দুরে কখন
নাহি স্বজিলেন সেই পরম দয়াল।
পরধর্ম্ম নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি
ঈশ্বরের প্রতি তার তাচ্ছল্য প্রকাশে;
বিকৃত করিলে চিত্র, চিত্রকর চিতে
বিরক্তি উচ্ছ্বাসে। সত্য বলেছেন কবি—
দৈব তেজোদ্ভূত ভিন্ন কার্য্য কলাপের
করো না অবজ্ঞা কিম্বা আরোপ দোষের!
পরিশেষে সারকথা—যে কর আপনি
হিন্দুর নিকটে আজি করিছেন দাবি,
হিতৈষিণী নীতি সহ বিচারিলে তাহা
অন্যায়—অভূতপূর্ব্ব। হিন্দুস্থান-ব্যাপী
দারিদ্র্যের উত্তেজক—দুর্ভিক্ষ পোষক।
সর্ব্বধ্বংসী কৃতান্তের কাল দণ্ড সম

এই মুণ্ডকর। আসমুদ্র হিমাচল
বিবোধিছে উচ্চস্বরে দানব মানব—
আরঙ্গের হৃদোত্থিত বিধর্ম্মী হিংসার
মহা দাবানল এই, ভারত নিকুঞ্জ
দহিবারে ছাড়িতেছে কোটী তক্ষকের
সৃষ্টিনাশ হলাহল-শ্বাস! হিংসকের
চরম আদর্শ এই যবন সম্রাট!
মূর্ত্তিমান নির্ম্মমতা মুমূর্ষুর অঙ্গে
প্রবেশিছে—শুষ্ক কাষ্ঠে হুতাশন যথা!
ভীষণ শ্মশানময় করিতে ভারত
সহস্তে চিতার সজ্জা করে নরপাল।
লক্ষ অনুচর তাঁর দগ্ধ-কাষ্ঠ করে—
ফিরিছে পিশাচদল মুণ্ডমালা গলে;
নর নাড়ী বাঁধা ঊর্দ্ধে উড়িছে গৃধিণী,
পাছে পাছে ফেরু পাল করে মহা রোল!
চলে প্রেত ত্রিভুবনে সঞ্চারিয়া ত্রাস
ঊর্দ্ধ-বাহু ক্ষিপ্ত-গতি অট্ট অট্ট হাস;
চরণে কঙ্কাল ভাঙ্গে কড় কড় কড়ে,
গ্রাসি পশু পক্ষী নর চলিছে ধাইয়া
সৃক্কণী বহিয়া রক্ত পড়ে গড়াইয়া।
চতুর্দ্দিকে সংসারের শান্তি নিকেতনে
অস্থিমাংস পচা শব দেয় ছড়াইয়া;—

সদানন্দময়ী অহো অমরা সুন্দরী
আজি নিরানন্দ মাখা দৈত্যের পীড়নে !
যদি অহে সাহসা স্বধর্ম্মানুরাগে
চলিতে মুগুকর হ'লেন উদ্যত,
রাজা রামসিংহ পরে সর্ব্বাগ্রে তাহার
উচিত স্থাপনা ;—যে হেতু বিখ্যাত তিনি
হিন্দু শ্রেষ্ঠ বলি এবে সম্মানিত আর।
তার পর এই ক্ষুদ্র হিতৈষীকে তব
স্মরিবেন,—দেখিবেন সম্মুখে ইহার
অগ্রসর হ'তে স্বল্প পাইবেন ক্লেশ !
কিন্তু জানিবেন মনে—মক্ষিকা কীটেরে
পদতলে বিদলিতে মহা দম্ভ ভরে
গজেন্দ্রের পাদোত্থান ঘৃণার ব্যাপার !
সিংহের সম্মুখে তার শুণ্ড আস্ফালন
উচিত সতত। বীরের জনম নহে
পীড়িতে মুমূর্ষু জনে—দণ্ডিতে দুর্ব্বলে !
আশ্চর্য্য ইহাই শুধু—মন্ত্রিবর্গ তব
সত্য সম্মানের সূত্র শিখাতে তোমায়
করিয়াছে অবহেলা নীচ চাটুকার !

বিমলা—

বীরেন্দ্র সিংহের প্রতি।

[গড়মন্দারণের অধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহ নবাব কতলু খাঁ কর্ত্তৃক অন্যায় পূর্ব্বক বিজিত হইয়া মশানে বধার্থ আনীত হইলে তৎপত্নী বিমলা জন্মের মত একবার তাঁহার চরণ দর্শনের জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া নবাব সেনাপতি ওস্মানের হস্তে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি বীরেন্দ্র সিংহের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। *]

স্বামিন! জীবন! প্রভু! প্রিয়! প্রিয়তম!
এসেছে মশানে দাসী দেখিতে চরণ!
শেষ নিবেদন মম ও রাজীব পদে
অনুমতি দাও নাথ, জল্লাদের করে,
হেরিব কেমনে তব ছিন্ন হবে শিরঃ!
কেমনে শোণিত স্রোত উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে,
স্কন্ধ হ'তে শত ধারে রঞ্জিবে মহীরে—
দেখিব—দেখিব—নাথ! বিমলার প্রাণে
উন্মাদিনী বাসনার রুধিওনা গতি!
প্রাণেশ্বর! প্রেয়সীর এতব মিনতি!
স্বামিন! হৃদয়-রত্ন! তব কণ্ঠ রক্তে
মার্জ্জিত করিব মম প্রতিহিংসা-অসি!
গভীর কলঙ্ক তার কালীম বরণ

---

* স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী দ্রষ্টব্য।

রুধিরের ফোলব খুয়ে—বজ্রাগ্নি সমান
ধবক্ ধ্বক্ উঠিবে জ্বলিয়া! প্রাণেশ্বর!
খড়্গাঘাতে যবে তব নির্ব্বাণের শ্বাস
উঠিবে উচ্ছ্বসি শূন্য করি জ্বালাময়,—
সে শ্বাস ধরিব—বুকে! সে বেগ প্রচণ্ড
শিরায় মজ্জায় মম ল'ব প্রবাহিয়া!
ঘাতকের জিঘাংসায় পূরিব হৃদয়!
শোণিত পিয়াসে প্রাণ করিব শ্মশান!
চিতার জ্বলন্ত শিখা আকর্ষিব নেত্রে!
প্রভু!—
তব রক্ত-স্নাত-ছবি বিলুণ্ঠিত কায়,
মর্ম্মে মর্ম্মে হ'বে প্রতিবিম্বিত আমার!
পতিহত্যা প্রতিশোধ লইবার তরে,
ভীষণা শ্যামার শক্তি অবলা বাহুতে
হবে অধিষ্ঠান! কালিকার কর হ'তে
লইব কৃপাণ, শম্ভু সোহাগিনী মুখে
ভাতিবে করাল হাসি হেরি কিঙ্করীরে!
সতী সাধ্বী করে অসি হেরিয়া আকাশে
নীরদ বিদীর্ণ করি নাচিবে বিদ্যুৎ!
অনুমতি দাও নাথ, যাইতে মশানে!
হেরিতে বৈধব্য মম আপন নয়নে!
খুলিব কঙ্কণ, বাজু, কিঙ্কিণী নপুর!

অত্যাচার আর্ত্তক্ষুব্ধ মহাবধ্য ভূমে,
ঘাতকের অসি হেরি তব মৃত্যু মন্ত্রে
হইব দীক্ষিত আমি মহা হিংসা ব্রতে!
নির্দ্দয় দৈত্যের আর প্রেতের উল্লাসে
নারীর নম্রতা সেথা করি বিসর্জ্জন,
ধরিব ললাট দেশে হত্যার ভ্রূকুটী!
মুছি সুখে শ্মশানেতে সিঁথির সিন্দুর;
ঘাতকের খড়্গলিপ্ত তব উষ্ণ লোহে
রঞ্জিব সীমন্ত মম—প্রতি হিংসা তবে!
প্রাণনাথ!
এমতে বিমলা তব রাখিবে আয়ত!
নবাবের অন্তঃপুর চারিণী রাক্ষসী
ভাবিয়াছ প্রাণেশ্বর! আর্য্যদের তুমি!
তাই ভাল—তাই হোক্—কর আশীর্ব্বাদ
অনায়াসে বাসনা যেন পারি পূরিবারে।
দৈত্যবংশ ধ্বংস তরে নির্লজ্জা ভীষণা
উন্মাদিনী কালী যথা তাণ্ডবী উল্লাসে
নেচেছিলা রঙ্গে ভঙ্গে আনন্দ প্রকটি,
অতুল বিলাস ঘটা হাব ভাব হাস্যে
রূপের ছটায় মোহি আসুরিক দল;
তেমনি—
ভাসিব বিলাস স্রোতে ফুল্ল শতদল—

বুকে ধরি কাল কীট তীক্ষ্ণধার ছুরী!
উড়িবে চপলা যেন কাদম্বিনী কোলে-
বুকে ধরি বজ্রানল—খরশান অসি!
জ্বলিব মাণিক্য যেন নিকুঞ্জের তলে,
নিয়ে রাখি সাপিনীর তীব্র বিষ দাঁত!
মাতিব নর্ত্তনে ঝলি পাঠান নয়ন;
মোহিয়া নবাবচিত্ত মৃদু অট্ট হাসে,
স্বকরে ঢালিব সুরা বৈতরণী স্রোত!
আকণ্ঠ পিয়াব বিষ, অপাঙ্গ দংশনে
বিহ্বল করিয়া তারে ঢুলাব ভূমিতে!
স্বর্ণ অলঙ্কারে ক্ষুদ্র ফুল কণা গুলি
ঝক মক করে যথা আলোকে ঘুরিয়া,
তেমতি এ চারু অঙ্গে হাব ভাব লীলা
ফুটাব! ফুটিবে ইষু তীব্র লালসার
রোমে রোম; মৃগি রোগে যথা মত্ত নর
মস্তিষ্ক তাড়নে পড়ে ঝাপটি ভূমিতে,
তেমতি কামাগ্নি তাপে তাড়িত হইয়া
উঠিবে লালসা স্বর, প্রসারিয়া বাহু
ধরিবে আমায় ভাবি সুকোমল ফুল।
পরীক্ষিত ঘাতী কোটী তক্ষকের দন্ত
তখনি উরজ হ'তে হইবে বিকাশ!
মর্ম্ম মজ্জা শিরা স্নায়ু ছিঁড়িয়া নিমেষে

ছুটিবে দংশন জ্বালা অশনি শিখায়।
বজ্র দগ্ধ দ্রুম প্রায় পড়িবে অসুর!
বজ্রাগ্নি উড়িয়া যাবে! অর্দ্ধ দগ্ধ দীর্ণ
মহাদ্রুম পড়ে রবে বিস্তীর্ণ কানন!

সূর্য্যমুখী—

নগেন্দ্রনাথের প্রতি।

[কুন্দনন্দিনীর সহিত নগেন্দ্রনাথের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সূর্য্যমুখী আপনাকে হৃদয়েশ্বরের নিতান্ত বিরক্তিকর বুঝিয়া নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত হইয়া একদা রজনীযোগে স্বামী ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে তাঁহাকে কোথাও পথশ্রমে কাতর ও শীতবৃষ্টিতে একান্ত অবসন্ন ও মুমূর্ষুর মত পতিত দেখিয়া একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে সেস্থান হইতে তুলিয়া আপন কুটীরে আনয়ন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীকে বিপন্নাবস্থায় ভীষণ রোগে আক্রমণ করিয়াছিল, সুতরাং তিনি এখন ক্রমে আপনার জীবনাবসানের সময় সংক্ষেপ জানিয়া সেই সন্ন্যাসীকে দিয়া অন্তিম সময়ে স্বামীর চরণ দর্শন প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি নগেন্দ্রনাথের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

মেঘ আবরণে রবি অদৃশ্য অসীমে,
সূর্য্যমুখী ধারাপাতে কাঁপিয়া আকুল।
প্রাণাধিক! যায়—যায়—নিবে যায় যায়—
জীবনের দীপ, কিছু দুঃখ নাহি তায়;
অন্তিম সময়ে শুধু এস একবার,
দেখা দিয়ে চলে যেয়ো মিনতি আমার!
দিনান্তে সায়াহ্নে দূর আকাশের কোলে
তোমার লোহিত বিভা নিরখিবে বলে,

সূর্য্যমুখী ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া রয়েছে,
সুক্ষীণা আমার দৃষ্টি সতত কাঁপিছে।
এস এস নভ প্রান্তে! মেঘ অবসরে
তোমার একটু ছবি, মৃদু রশ্মি রেখা
দেখিয়া লইব আমি জনমের তরে,
তার পর চলে যেয়ো—চির অন্ধকারে
ডুবে রবে সূর্য্যমুখী!

দুঃখিনীর নাথ!

যদি বল তোমা ছেড়ে পেরেছি যখন
দূরে যেতে, কেন এবে দেখিতে তোমায়
এত আকিঞ্চন পুনঃ? ক্ষম অপরাধ!
তুমি না করিলে ক্ষমা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে—
আমারে করিতে দয়া কেহ নাই আর!
ক্ষম অপরাধ—দুর্ব্বলা অবলা আমি!
হৃদপদ্ম ছিঁড়ে দিয়ে দেবতার পদে
করেছিনু পূজা, কিন্তু হায় ভাগ্য দোষে
যন্ত্রণায় হইনু বিবশা। ধৈর্য্য সাধনায়
বন্দিবারে ও চরণ নাহি পারিলাম;
নয়ন মুদিয়া পড়িনু ঢলিয়া ভূমে!
সে পাপে এ দশা মম আজিগো প্রাণেশ!
ইষ্টদেবে দিয়াছি সকল—কিন্তু হায়,
মানস উল্লাসময় পারিনি করিতে;...

সে পাপে নিষ্পিষ্ট আমি! ভয় হয় পাছে;
মরে যাই তব মুখ না হেরি অন্তিমে।
দুঃসাধ্য স্ফোটক বিষে হয়ে নিরুপায়,
অসহ-যাতনা ভয়ে বিষম ঔষধ
আঘ্রাণি চেতনা হর—দুর্ব্বল রোগীর
হয় জীবনান্ত যথা, অদৃষ্টের বশে
সে দশা দাসীর আজি।

এখন অন্তিমে—

দেখা দিয়ে দেব কান্তি, পবিত্র ছটায়
হৃদয়ের মলা মোর দূর করে দাও,
পাপিনীর প্রায়শ্চিত্ত করাও দয়াল!
তোমার আনন্দে মোরে হাসাও হাসাও!
তুমি গো করুণাময়—তব স্নেহ সুধা
সতত দাসীর প্রতি ঝরে অবিরল!
এসেছি অজ্ঞাতে চলে—ব্যথা দিয়ে তব
কোমল পরাণে; হায় স্বার্থ পরায়ণা
আপন বিষাদে সদা বিমূঢ়া বিহ্বলা,
ভাবি নাই একবার—মম অদর্শনে
তোমার কমল মুখে ধরিবে কালিমা!
কুন্দের কনক বর্ণ হইবে মলিন
তব অনাদরে—পাবে সতী মনস্তাপ,
সরলা স্বচ্ছ শান্তি হইবে সমল

সংসারের অমঙ্গল নিরখি কেবল
ধিক্ মোরে—শত ধিক্। আমি পাপিয়সী
দীর্ঘ সহবাসে তোমা চিনিতে নারিনু।
ভাবিনু থাকিলে তব সম্মুখে সদাই,
হইব সুখের পথে কণ্টক কেবল।
ত্যজিলাম সুখবাস—ও শান্ত হৃদয়ে
তুলিনু অশান্তি শ্বাস; সুধাংশু শোভন
শারদ আকাশে আমি কাদম্বিনী ছায়া!
ভ্রান্তি বশে হনু তব বিষাদ দায়িনী!
অসহায়া অবলার ক্ষম অপরাধ!
অন্তিমে অভাগী জনে দেখা দাও নাথ!
ঘুচাও এ পাপিনীর প্রাণের সন্তাপ!
এ জন্মে স্বামীর সেবা করিতে নারিনু,
হায়রে স্বার্থের ঘায়ে অবশ হৃদয়
পতিরে তুষিতে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল!
স্বর্গে রই মর্ত্তে রই কিম্বা রসাতলে
জন্মে জন্মে পারি যেন বিপদে সম্পদে
স্বামীরে করিতে সুখী; হে হৃদয় নাথ!
নিষ্কাম সেবার সূত্র শিখাও আমায়,
এই ভিক্ষা মাগে দাসী চরণে তোমার।
এ জীবনে এ বাসনা হ'ল না পূরণ—
আর যেন হেন তাপ কভু নাহি পাই!

জ্বলে যাই জ্বলে যাই অনুশোচনায়।
কৃতান্তের কুম্ভীপাকে কোন পাপী আত্মা,
এর চেয়ে যন্ত্রণায় নহে নিপীড়িত।
বিরক্ত হয়োনা প্রভু ভাবিয়া আমায়
প্রেমিকার অহঙ্কার করিছি প্রচার।
তুমিই আমার তৃপ্তি, আনন্দ, বিষাদ,
আশা—নিরাশার স্বপ্ন, বিপদ সম্পদ,
ব্যাধি, শান্তি, পাপপুণ্য, শোকে হর্ষোচ্ছ্বাস!
তব তৃপ্তি বাঞ্ছা করা—সে কেবল শুধু—
নিজেরি মঙ্গল ভিক্ষা—আর কিছু নয়!
এযে শুধু স্বার্থোচ্ছ্বাস শুন দয়াময়!
ভালবাসিব স্বামীরে—তাহে কি গরব!
প্রকৃতির নীতি এই বিধির বিধান—
ক্ষুধা পেলে খায় প্রাণী শরীর পুষ্টায়,
পতি প্রতি একাগ্রতা আপনি জন্মায়!

দশানন—

সীতার প্রতি।

[লঙ্কাধিপতি ত্রিভুবন বিজয়ী দশানন জানকীকে হরণ করিয়া আনিলে, তাঁহাকে স্বপ্রতি নিতান্ত বিরক্তা জানিয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি অশোকবনে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

কেন সীতে স্থকেশিনি বিষাদ মগনা ?
চিন্তা জ্বরে ক্ষীণ তনু কেন দিন দিন ?
কেন মীন মসী-মাঝে কনক বরণ ?
জান ও কে তোমা হেথা আনিল হরিয়া
অপার গভীর সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন ?
যবে মম পুষ্প'রথ—পুষ্প গুচ্ছ যাহে
ঝলে উল্কা জ্যোতিঃ যেন—আভায় উজলি
দশ দিশি পশি দূর অন্তরিক্ষ পথে
চলিল উড়িয়া, গভীর জলদ মন্দ্রে
কাঁপাইয়া ধরাতল মহাব্যোম পথ,—
চিনেছিলে স্বর্ণ সীতে, সেকালে আমায় ?
বুঝেছিলে কেবা সেই গরুড় বিক্রম !
কার হেন দুর্নিবার তেজঃ ভয়ঙ্কর !
শুন সীতে ! যে তোমায় করিল হরণ,

নহে সে মাটীর কীট দুর্ব্বল মানব,
নহে সে দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
নহে সে দেবতা,—কিন্তু আদিতেয় হ'তে,
বীর্য্যবান দ্যুতিমান—অজর অজেয়!
প্রচণ্ড প্রতাপে যার জ্বলন্ত মার্ত্তণ্ড
লুকায় মেঘের আড়ে বিশ্বদহ তেজঃ,
দুর্নিবার বেগে যার ভীম প্রভঞ্জন
পালায় অম্বর পথে, বিজয় হুঙ্কারে
জলদে দম্ভোলিধ্বান গুরু গুরু কাঁপে,
কুলিশী আশ্রয় লয় ভবেশের পাশে;
লো বৈদেহি! আমি সেই লঙ্কার রাবণ!
হেলায় ভ্রূভঙ্গে যার কম্পে ত্রিভুবন,
দেব দর্পহারী আমি দম্ভী দশানন!
ত্রাসে যার রিপুকুল শঙ্কিত সদাই,
কৃতান্তের অন্তকারী আমি সুলোচনে!
বীর বটে ভর্ত্তা তব দেবর লক্ষ্মণ
ভাঙ্গিয়া ভার্গব ধনু লভিল তোমায়,
তা বলে দশাস্য সাথে তুলনা তাদের!
দ্যুতিমান বলে' ওই ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা
হবে কি ব্রহ্মাণ্ড ভাস ভাস্কর সমান!
অজন্ম অমর যেই বহ্নি বীর্য্যবান,
দেবতা দানব যার গায় জয় গান,

নিশ্বাসে উথলে যার পয়োধি ফেনিল,
প্রলাপ কি কহ সীতে,—লক্ষ্মণ শ্রীরাম
সে কর্ব্বুর অধীশের তুল্য হবে খ্যাত?
মাটীর ভঙ্গুর নর অল্পায়ু দুর্ব্বল
পশিবে সাম্রাজ্যে তার ধরি ধনুর্ব্বাণ!
পতঙ্গ উড়িয়া যাবে মার্ত্তণ্ড মণ্ডলে?
তন্বি,
বৃথা ভাবনায় ক্ষীণ হয়োনাক আর!
অম্বরে পদাঙ্ক অঙ্কি প্রভঞ্জন স্কন্ধে
উত্তুঙ্গ নগেন্দ্র তুঙ্গে পদাঘাত করি,
লঙ্ঘিয়া জলধি নদী মরুভূ কানন,
উড়েছিল যেই যান মৈনাকের মত,—
অয়ি সুলোচনে, কালি আমারি আদেশে,
ব্রহ্মাণ্ড বিহারী সেই সুন্দর স্যন্দন,
বহিয়া তোমারে লঙ্কা করাবে দর্শন!
তুলিয়া সুধাংশু মুখ—পৃথ্বীসুশোভিনী,
রসাল রঞ্জনে যেন—আয়ত নেত্রের,
দৃষ্টি রাগে রঞ্জি মম সুবর্ণ লঙ্কায়
রথ হতে দেখ সীতে, বৈভব আমার!—
ঘন অবসরে যথা পূর্ণিমার শশী,
অলকার হৈম চূড়ে চান হাসি মুখে!
হেরিও—অলেশ পাশী রজকের বেশে,

সিন্ধুতীরে আছাড়িছে লঙ্কেশের দাস,
পবন ব্যজনধারী, শশী ছত্রধর,
বহ্নি দীপ মালে করে শোভিত নগরী।
অধ্যাপক বৃহস্পতি, কুবের ভাণ্ডারী,
সূর্য্য রক্ত পট্টবাসে আবৃত হইয়া—
মহেশে পূজেন সদা রাক্ষস কল্যাণে;
আপনি মহেন্দ্র চারি ঘন বর সাথে,
শ্যাম শস্যে পূর্ণ করি রাখেন লঙ্কায়।
সুখের এ রাজ্য মম—হেথায় জলদ
ঢাকেনা শরত চন্দ্রে নির্ম্মল গগনে,
ত্রিলোক প্রফুল্লকারী উৎফুল্ল চন্দ্রিকা
চকোরের সুধা আশা করেনা নিষ্ফল,
শীতল সমীর স্রোতে বাহিত পয়োদ,
অশনি অর্গল দিয়ে বর্ষা ধারা বাঁধি
চাতকের মন্দ তৃষ্ণা করেনা প্রখর,
সরোবরসে হিল্লোলিত ফুল্ল শত দল
মধুপাত্র মুদি কভু স্নিগ্ধ মধু মাসে
বিহ্বল ভ্রমরে হেথা রাখেনা অতৃপ্ত।—
কেন তবে মধুময়ী, তাদের ঈশ্বর,
ভুঞ্জিবে বিরহ দুঃখ হেন প্রেমোদ্যানে?
যেথা কোটী কল্প তরু সদ্য প্রস্ফুটিত,
অনন্ত বাঞ্ছিত ফল লভে নরনারী,

অতৃপ্তির বাষ্প যেথা সুখের দর্পণে,
কেহ না দেখিল—সবে পূর্ণ মনোরথ,—
সীতে ?
ঐশ্বর্য্যের কামনার একছত্র পতি,
রাবণের বাঞ্ছা সেথা রহিবে অপূর্ণ ?
সুমুখি ! তপের ফল করিবে নিষ্ফল ?
সুবর্ণ লঙ্কায় দুঃখ কলঙ্ক উঠাবে ?
আনন্দ চন্দ্রিকা ময় লঙ্কার আকাশে
অমার আঁধার আজি বিথারিবে তুমি ?
যাহার সেবার তরে—ধরার সৌন্দর্য্য,
স্বর্গের সুষমা রাশি—দেবতার ভোগ,
ধাতার নিয়োগে নিত্য শোভিছে লঙ্কায়,
তাহার কামনা পূর্ণ হবেনা হবেনা !
এ হ'তে বিচিত্র কিছু আছে কি বৈদেহি ?
আপনি মন্মথ যার চির আজ্ঞাবহ
বাঞ্ছিত রমণী প্রাণে জাগান অনঙ্গ,
সেকি তব শান্ত প্রাণে মম তরে হায়,
তুলিতে তরঙ্গ আজি হ'ল অসমর্থ !
মদির বসন্ত সুধু স্পর্শি একবার,
সুধু একবার মৃদু কোমল চুম্বনে,
নব সাজে নিখিলেরে করে পল্লবিত,
মৃদুল চঞ্চল বাতে চত মঞ্জরিকা

নেচে ওঠে, হেসে ওঠে কুসুম কানন,
শিহরে সুচারু বাসে লঙ্কা বিমোহিনী ;
যেন—যোড়শী সুন্দরী হেলে রূপের ঠমকে,
মনোজ সন্তাপ তার কাঁচা স্বর্ণ মত
তপ্ত তরলিত হয়ে হৃদয়ে উথলে ;
কোথা কোন গূঢ় শাখে নিভৃতে কোকিলা,
পঞ্চমে কুহরি ওঠে—সুখের বাসরে,
যুবতীর উষ্ণ প্রেম যুবকের কাণে !
অন্তঃবাহী কুহুতানে বিমুগ্ধা ধরণী
চৌদিকে শিহরি উঠে, সরলা বালার
উতলা অপাঙ্গ যেন তরুণ যোগীরে
ব্যাকুল করিয়া তোলে ! সে বসন্ত হায়,
তোমার বরাঙ্গে শোভা নারিল ধরাতে ?
কন্দর্পের ফুল ধনু ত্রিলোক দমন
তোমার কোমল তেজ নারিল দমিতে ?
পলাশে মধুর ভাব নারিল উঠাতে ?
যাহার প্রতাপে মরু শুষ্ক রসহীন,
ফুল্ল শ্যামলতায় ক্ষণে হয় বিকশিত,
পাষাণ (ও) সুদৃশ্য হয় ফুলের আলায়,
সে তোমার কমকান্তি নারিল ফুটাতে !
রতির অপাঙ্গ পাতে ত্রিলোকের নারী,
মদিরা বিহ্বল হয়, নন্দনের দেবী

দানবের (ও) হয় বশীভূত, মমতরে,
তাঁহারও সাধনা সব হইল বিফল!
সীতে?
সূর্য্যকান্ত মণি তুমি হেরিতে কোমল,
স্পর্শনে পাষাণ হ'তে কঠিন কঠোর!

দেবকুলে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, কৌস্তভের কান্তি
হইল উজ্জ্বলতর নারায়ণ কণ্ঠে,
ত্রিভুবন পূর্ণ করি ফুটিয়াছে জ্যোতিঃ;
তুমি সীমন্তিনী মণি শ্রেষ্ঠ মণি মত,
মম কণ্ঠে ভূষা হয়ে রহ বরারোহে;
বাড়িবে তোমার মান, জানিবে জগত;
ত্রিভুবন বিমোহন সৌন্দর্য্য তোমার
হইবে সার্থক তব মম ভোগ্য হলে!
খনির আঁধারে মণি কিবা মূল্য তার?
রাজশিরে জলে রত্ন উজলি সংসার!
সুধা দেবতার তরে হয়েছে সৃজিত,
দুর্ব্বল নরের তাহে কিবা অধিকার?
সুধাংশু রূপিনী ধনি তোমায় নিরখি
অগাধ প্রেমাম্বুময় এ সিন্ধু-হৃদয়
হইয়াছে উদ্বেলিত—উচ্ছ্বলিত মোহে।
প্রোজ্জ্বল কাঞ্চন শোভা ত্যজি সুবদনি
বিবর্ণ পিত্তল পানে কেন চাও আর?

স্বাহা তুমি বৈশ্বানর চরণে তোমার,
ক্ষুদ্র দীপ শিখা পানে চেওনা চেওনা !
অপূর্ব্ব মাধুরীময় প্রেমোদ্যানে শুয়ে
পারিজাত পুষ্প বাসে রসাও মানস !
ছি ছি ছি ছি বসোনাক শিমূলের দলে !
কি আর বলিব তোমা অয়ি সুমধ্যমে !—
মনে কর ভাগ্যবতি লঙ্কার রাবণ
তব অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, ইন্দ্রেরো নিয়ন্তা
তোমার চরণ পদ্মে লুটাইছে শিবঃ !

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

লহরী।

কাব্য-গ্রন্থ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

অতি সুন্দর ছাপা, কাগজ সুন্দর, পুস্তক প্রায় ৩০০ পৃঃ মূল্য ১।০ মাত্র। প্রাপ্তব্য—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নব্যভারত;—

"এই কবিতা পুস্তক, লহরী, বীণাপাণি, সাগরোচ্ছ্বাস, কুরুক্ষেত্র ও ইন্দু, এই পাঁচটী স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। লেখক নানাছন্দে ইচ্ছাক্রমে লেখনী পরিচালনা করিতে পারেন। পুস্তকখানি কবিত্ব পূর্ণ। স্থানে স্থানে রচনা মধুর। কোথাও কোথাও ছন্দোভঙ্গ ও যতি পতন হইয়াছে। লহরীর কবিতা পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।"

সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা;—

লহরী। * * * * সান্যাল এণ্ড কোং কলিকাতা। অতি সুন্দর ছাপা, অতি সুন্দর কাগজ। লহরীর একটু নমুনা দেখাই—

সুধীরে উষার বিমল বদন,
পূরব আকাশে ঝলকি চায়,
মৃদুল মৃদুল উজল বসন
পরিছে প্রকৃতি ললনা গায়।
বিমল আলার উজল অঞ্চল
দুলিতে লাগিল গগন গায়,
চকিতে হাসিল জলধর দল
উল্লাসে জগত ভাসিয়া যায়।

এরূপ কবিতা সুন্দর। আমরা লহরীর উচ্ছ্বাসে আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের কবিত্ব আছে। ভাষায় তাহা প্রস্ফুটিত করিবার ক্ষমতাও আছে। আমরা গ্রন্থখানির প্রশংসা করি।

AMRITA BAZAR PATRICA.—

Lahari :—is the title of a neatly printed poetical work * * * published by Messrs. Sanyal & Co. of Calcutta. The book consists of five parts, *viz*—Lahari, Binapani, Sagarucchas, Kurukshetra, and Inda. * * The author, though a beginner, seems to be a thoughtful man; and, we hope his merits will soon be appreciated by the lovers of Bengali poetry. The first part of the work, from which the name of the book is derived, is a fine piece of out burst of the author's poetical mind. In the second the young poet has beautifully introduced the brilliant Stars of the poetical world before the Goddess of Learning. In Sagar-ucchas, he has described, in a very sweet and mournful tone, the lamentations of the poor, the widows and the Bangavasa at the death of Pundit Iswar Chandra Vidyasagara. The 4th part Kurukshetra, is a scene from the great epic poem, the Mahabharat describing the last battle between the Kurus and the Pandavas which though it did not escape several defects, is the best production from the poet's pen. The indomitable will of Duryodhan, the unquenchable thirst for avenge in Aswathama and his firm determination in executing his dark and deep designs of putting the five children of the Pandavas to death, the fire and fierceness of Bhima and the amiable character of Bhanumati and her pathetic speech on the death of her Royal Lord,—have been vividly and boldly described in this part of the work, and we hope they reflect great credit on the young and promising poet.

(যন্ত্রস্থ ।)

পত্রাবলী।

২য় খণ্ড।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে ;—

১। শ্রীমতী রাধিকা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
২। সুমিত্রা—লক্ষ্মণের „
৩। মারবার মহিষী—মহারাজ যশোবন্তের „
৪। জারিজা রাজকুমারী—রাজা রামসিংহের „
৫। মবারক—জেবুউন্নিসার „
৬। বভ্রুবাহন—অর্জ্জুনের „
৭। অর্জ্জুন—দ্রৌপদীর „
৮। বউবেগম—আসফ উদ্দৌলার „
৯। আসফ উদ্দৌলা—বউবেগমের „
১০। ঔরঙ্গজেব—শিক্ষকের „
১১। ঐ—পুত্রের „
১২। বন্দী রামগুপ্ত—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
১৩। মহারাণী গোলাপকুমারী—রাণী পূর্ণিমার প্রতি।